আ'মালুল মুছলিমীন

বহু গ্রন্থ প্রণেতা পীরে তরিকত রাহনুমায়ে শরিয়ত উস্তাযুল উলামা
সুলতানুল মোনাজিরীন হযরতুল আলম মুহিউস সুন্নাহ
শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষঃ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া
ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা
০১৭১১-৩২৯৩৩৬

প্রকাশনায়
মরহুম মোহাম্মদ জয়তুন মিয়া ছাহেব
ও গয়র মরহুমগণের রূহের মাগফিরাত কামনায়
আলহাজ্ব মৌলভী মোহাম্মদ মোতাহির হোসেন
গ্রাম: রাউত গাঁও, মৌলভীবাজার।

নবম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১০, হিজরি ১৪৩১

স্বত্ত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কর্বি ন্যাস :
শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদস্রা ।
০১৭১৫-৫৮২০৪৫

প্রচারে : মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ নুরুল আবছার চৌধুরী
প্রভাষক সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা
ও
মাও. ক্বারী মোহাম্মদ আমিনুর রহমান আফরোজ
সহকারী শিক্ষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা।

মুদ্রক : মূদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স
কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, ০১৭১১-৩১৭১৮০

পরিবেশনায় : আল আকাইদলু ইসলামীয়া ওয়াল
কাননশু শারীয়া রিসার্চ সেন্টার
সিরাজনগর দরবারশরীফ,
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

প্রাপ্তিস্থান : সিরাজনগর দরবারশরীফ
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৭
ভূমিকা ৩১
নফল বন্দেগীর পূর্বশর্ত ৩৪

প্রথম পরিচ্ছেদ
শাজরাশরীফ

শাজরায়ে আলীয়া কাদেরিয়া রেজভীয়া ৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তওবায়ে নাছুহা

তওবা করার পদ্ধতি ৪০
ছাইয়্যিদুল ইস্তেগফার ৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নামায

তাহাজ্জুদের নামায ৪৫
এশরাকের নামায ৪৬
চাশতের নামায (সালাতুত দ্বোহা) ৪৭
সালাতুল আউয়াবীন ৪৮
সালাতুত তাছবীর নামায ৪৮
কাযা নামায ৫০
সালাতুল আসরার বা (নামাযে গাউছিয়া) ৫২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কতিপয় সূরার ফজিলত

সূরায়ে ইয়াছিনশরীফের ফজিলত ৫৫
সূরায়ে ওয়াকেয়ার ফজিলত ৫৬
সূরায়ে কাহাফের ফজিলত ৫৮
সূরায়ে এখলাস, ফালাক ও নাস এর ফজিলত ৫৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ

দরূদশরীফের গুরুত্ব ও ফজিলত ৬১
দরূদে তাজ ও তার ফজিলত ৬২
দরূদে কামালিয়া ৬৫
দরূদে তুনাজ্জিনা ৬৫
দরূদে নারী ৬৬
দরূদে জুমুয়া ৬৭
দরূদে ছা'য়াদত ৬৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের পর অজিফা

তাছবীহে ফাতেমী ও সাধারণ অজিফা ৬৯
প্রত্যেক ফরয নামাযের বিশেষ অজিফা ৭০
ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ অজিফা ৭২
ফজর ও মাগরিবের নামাযের বিশেষ অজিফা ৭৩
অল্প সময়ে চল্লিশলক্ষ নেকি লাভের উপায় ৭৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি জরুরী দোয়া

রোগী দেখার দোয়া ৭৬
জান-মাল হেফাজতের দোয়া ৭৬
ভয়ানক সপ্নরোধের আমল ৭৭
নূতন কাপড় পরিধান করার দোয়া ৭৭
বাজারে প্রবেশকালে দোয়া ৭৮
বৈঠক হতে উঠার দোয়া ৭৮
অজুর পর দোয়া ৭৮
খাওয়ার পর দোয়া ৭৮
খাওয়ার পর আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের দোয়া ৭৯
দোয়া কবুলের সহজপন্থা ৭৯
ইছমে গিয়াছের দোয়া ৭৯

দোয়ায়ে না'দে আলী ৮০
না'দে আলী পাঠ করার নিয়মাবলী ও উপকারীতা ৮০
না'দে আলী শরীফের খতম আদায় করার নিয়ম ৮২

অষ্টম পরিচ্ছেদ
না'লাইন শরীফ

না'লাইন শরীফ কী ৮৩
না'লাইন শরীফের ফজিলত ৮৪

নবম পরিচ্ছেদ
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ

কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ কী ৮৮
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফের ফজিলত ৮৮
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ পাঠ করার নিয়ম ৮৯
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ আমল করার শর্তাবলী ৮৯
খতমে গাউছিয়া শরীফ ৯০
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ ৯৩
কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফ (বাংলা) ৯৬

দশম পরিচ্ছেদ
গিয়ারভী শরীফ

গিয়ারভী শরীফের হাকিকত ও ফজিলত ১০০
গিয়ারভী শরীফের তারতীব ১০১
খতমে কাদেরিয়া (১ম নিয়ম) ১০৩
খতমে কাদেরিয়া (২য় নিয়ম) ১০৪
খতমে খাজেগান ১০৫
গাউছেপাকের নাম মোবারক ১০৬

একাদশ পরিচ্ছেদ

জিকিরের আলোচনা

জিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত	১০৭
সজোরে জিকির করার তাৎপর্য	১০৯
খাতরাত	১১১
চার তরিকার লতিফাসমূহের বর্ণনা	১১১
চার আলম	১১৩
জিকিরের নিয়মাবলী	১১৫
ফাতেহা শরীফ আদায় করার নিয়মাবলী	১১৫
জিকিরের নিয়ত	১১৬
কাদেরিয়া তরিকার একজরবি জিকির	১১৬
কাদেরিয়া তরিকার দুইজরবি জিকির	১১৭
কাদেরিয়া তরিকার তিনজরবি জিকির	১১৭
কাদেরিয়া তরিকার চারজরবি জিকির	১১৭
নফি ইসবাতের জিকির	১১৭
পাছআনপাছ জিকির	১১৮
কোরআন চর্চার ফজিলত	১১৮
সুরিপু ও কুরিপু	১১৯

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শাজরা শরীফ

সিলসিলায়ে বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাজরায়ে আলীয়া কাদেরিয়া বরকতীয়া রজবীয়া	১২১
সিলসিলায়ে বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাজরায়ে চিশতীয়া নিজামীয়া	১২৩
সিলসিলায়ে বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাজরায়ে আলীয়া চিশতীয়া	১২৫
সিরাজনগর দরবার শরীফের মাধ্যমে শরিয়ত ও মা'রিফতের প্রচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের করণীয়	১২৮

লেখক পরিচিতি

ইসলামের সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সাথী ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত ও বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত বৃহত্তর সিলেটের মধ্যস্থিত প্রকৃতি র অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল-এর নীরব নিভৃতপল্লি সিরাজনগর। এখানে গড়ে উঠেছে যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা। যার নিরলস ও অকৃপণ শ্রম ও অর্থ উৎসর্গের বিনিময়ে এ মহান কীর্তিটি ঈমানদার মুসলমানদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও হুজ্জু সুন্নিয়তের আপসহীন ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অবিচল দৃঢ়চেতা ও পুষ্পের ন্যায় চরিত্রের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব উত্তরাধিকারসূত্রেই মূল ত প্রাপ্ত হয়েছেন এমনতর বৈশিষ্ট্য।

হুজ্জু কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ছিলেন একনিষ্ঠ খোদাভীরু ধার্মিক ব্যক্তি। ইসলামের অনুশাসনে আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টি ই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। নশ্বর ধরার পার্থিব লোভ ছিল না– ছিল পরকালে পুণ্যবানদের সঙ্গী হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অবসর পেলেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন প্রভুর আরাধনায়। কখনো কখনো তন্ময়তার মধ্যে ডুবে থাকতেন আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমের সবোবরে। জীবনে বহুবার রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন এ ক্ষণজন্মা মহাত্মা। হুজ্জু কেবলা সবেমাত্র কামিল পাশ করে গ্রহে ফিরেছেন। আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ স্নেহের সন্তা নকে পাশে বসিয়ে বললেন– 'বাবা কামিল পাশ করেছে, আমি খুশি হয়েছি। আল্লাহপাকের দরবারে কামনা করি- তিনি যেন তোমাকে দ্বীনি খেমদত আঞ্জাম দেবার ক্ষমতা দেন।

বাবা, যদি আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি চাও- তবে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ কর। সরকারি, বেসরকারি কোন স্কুল-কলেজে না যেয়ে বরং মাদ্রাসা ও দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকো। আল্লাহপাক তোমাকে সাহায্য করবেন।'

পিতার অমর উপদেশবাণী সন্তানের হৃদয় মর্মে মঙ্গলধ্বনি হয়ে বাজলো। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি, স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকতার পেশা পালনের আহ্বান আসতে লাগলো। কিন্তু হুজুর কেবলা পিতার উপদেশ পালনে মরণপণ-অবিচল ও অনঢ়। ভাগ্যের আকাশে দেখা দিল সেতারায়ে জুহরা। পিতার উপদেশ পালনে তিনি হবিগঞ্জ জেলার ছালেহাবাদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকেরভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ মাস পরে ১৯৬৯ইং সনের ২২ এপ্রিল হুজুর কেবলা মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মনোনীত হলেন এবং ঐতিহ্যবাহী দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

হুজুর কেবলার মরহুম আব্বাজানের একান্ত ইচ্ছে ছিল একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার। সে মর্মে হুজুর কেবলা কামিল পাশ করে গৃহে ফিরে আসার পরে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানপূর্বক দুকেদার (৬০ শতক) জমি হুজুর কেবলার নামে রেজিস্ট্রি করে দিলেন। ১৯৭১ইং সালের স্বাধীনতাসংগ্রামের কিছুকাল পূর্বে ১৯ ফেব্রুয়ারি হুজুর কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ সাহেব ইহধ্যাম ত্যাগ করেন।

হুজুর কেবলা তখন মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। ১৯৭৪ইং সালে একদা ঘুমের ঘোরে হুজুর কেবলা স্বপ্নে দেখেন– তাঁর মরহুম পিতা আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ বাড়ির সামনে (যে জায়গাটুকু তিনি হুজুর কেবলার নামে রেজিস্টারি করে দিয়েছিলেন সে জায়গাতে) প্রায় ১৫০ হাত লম্বা একটি দালানের একতলার উপর ছড়ি হাতে (হাতের লাঠি) নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালানের দ্তু লার অসম্পূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। অপর পাশে প্রায় সমপরিমাণ আরেকটি দালান যা শুধুমাত্র ভিটা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হুজুর কেবলা জিজ্ঞাসা করলেন 'আব্বাজান এটা কী? জবাবে তিনি বললেন 'একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান'

হুজুর কেবলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন– এত বড় কাজ কীভাবে হবে। জবাবে তিনি বললেন, 'কাজ করে যাও আল্লাহর মর্জিতে শেষ হবে।'

পরক্ষণেই হুজুর কেবলার ঘুম ভেঙে গেল। পরের দিন সকালে হুজুর কেবলা তাঁর প্রিয় ছাত্র (বর্তমান মাদ্রাসার শিক্ষক) মৌলভী ক্বারী আব্দুল গফুর সাহেবের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন– আব্বাজান কেবলার হুকুম হয়ে গেছে ইনশায়াল্লাহ মাদ্রাসা হয়ে যাবে।

মরহুম পিতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নাদেশ পূরণের নিমিত্তে ১৯৭৬ইং সালের ৩০ ফেব্রুয়ারি তিনি মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তড়িৎ গতিতে আব্বাজানের স্বপ্নাদেশ পূরণে ১৯৭৬ইং সালের ১ মার্চ তারিখে বাড়ির সামনে (পিতার দেওয়া রেজিস্ট্রিকৃত জমি যেখানে স্বপ্নে পিতাকে মাদ্রাসার কাজ করাতে দেখা গিয়েছিল সেখানে) সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সিরাজনগরের আকাশে উদিত হলো চির কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলরবি। দিগন্ত বিদারী উঠলো আনন্দের হর্ষধ্বনি। প্রাণে প্রাণে জাগলো সাড়া। তমসাচ্ছন্ন এলাকাবাসীর হৃদয়-মন্দিরে জ্বলে উঠলো ধর্মের সিরাজ। মনে হল কেহ যেন নরকের সব আবর্জনা পরিস্কার করে ছায়া ঢাকা মায়াভরা, চিরসবুজ আচ্ছাদিত সিরাজনগরকে করে দিল এক সৌরভময় স্বর্গ উদ্যানে।

মানুষ বিলাসের মোহে অনেক কিছু করে। কিন্তু এ সিরাজনগর মাদ্রাসার স্থাপন কোন অভিলাষ নয় বরং এটা ছিল সুন্নি মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার একটি বাস্তব পদক্ষেপ। হুজুর কেবলার মুরিদানসহ এলাকার মুসলমানগণ মাদ্রাসাটির উন্নতির জন্য দৃপ্ত অঙ্গীকারে এগিয়ে আসেন। মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনের পর হুজুর কেবলার চাচাতভাই জনাব আছকির মিয়া সাহেব ভিটার মাটি ভরাটের জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং তাঁর এই অর্থ দিয়েই মাদ্রাসা ভিটের মাটি ভরাট করা হয়। মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হবার পর হুজুর কেবলার পুণ্যময়ী মাতা মোছাম্মৎ আজমতুন্নেছা (পরভানু) তাঁর নিজের জায়গা বিক্রি করে মাদ্রাসা ঘর নির্মাণের অর্থ প্রদান করেন।

যা ছিল বদান্যতার এক যুগান্তকারী স্মরণীয় স্মৃতি। নিরলস প্রচেষ্টার পরে গড়ে উঠে একটি তৃণকুটির। শুরু হয় মাদ্রাসার রীতিমত ক্লাশ। দূর-দূরান্ত থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করলো। অল্পদিনের মধ্যে এত বেশি ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হল যে, স্থানের সংকুলান না হওয়ায় হুজুর কেবলার বৈঠকখানায় (বাংলো ঘরে) মাদ্রাসার ক্লাশ চালু করতে হলো। কথায় আছে, মুধুর আশায় মৌমাছি নাকি সুদূর উদয়পুরে জঙ্গলেও যায়। কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হল। হুজুর কেবলার বৈঠকখানাতেও ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান না হওয়ায় বাড়ির বাইরে গাছের নীচেও ক্লাশ শুরু করতে হল। হুজুর কেবলা নিজ সর্বক্ষণ পাঠদানসহ মাদ্রাসা তদারকিতে থাকেন। সেদিনের তৃণকুটিরের মাদ্রাসা আজ এক নগরীর রূপ লাভ করেছে। যা শুধু বিস্ময় নয় বরং এক নজীরবিহীন ইতিহাস। হুজুর কেবলার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপেক্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, গাউয়িয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপেক্স সিরাজনগর, সিরাজনগর গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, সিরাজনগর গাউছুল আজম জামে মসজিদ, গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর।

উক্ত কমপেক্সকে যুগপোযোগী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র গড়বার নিমিত্তে আলম ছাহেব কিবলা সিরাজনগরীর সহধর্মিনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন, গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপেক্স সিরাজনগর নামে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাস
স্থলের জন্য বিগত ০৮/১২/৯৮ইং তারিখে ৩০ (ত্রিশ) শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন।

এতেও এতিম নিবাসীদের সংকুলান হবে না ভেবে বিগত ২.১.২০০০ইং তারিখে পূর্বের ওয়াক্ফকৃত ভূমির সংলগ্নে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাসের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) শতক ভূমি, হুজুর কেবলা ও সৈয়দা তৈয়বা খাতুন উভয়ে ওয়াক্ফ করে দিয়ে এতিমদের প্রতি যে সহানুভুতি দেখিয়েছেন তা সত্যিই বদান্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এতে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব খুশি হয়েছেন আমাদের বিশ্বাস। অত্র কমপেক্সের আওতাধীন সিরাজনগর গাউছুল আজম জামে মসজিদের কাজ তুমলু গতিতে চলছে। যার বাজেট প্রায় এক কোটি টাকা।

পীরে তরিকত আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ইবনে মরহুম আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ইবনে মরহুম শেখ দেওয়ান ১৯৪৮ ইংরেজি ১ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত সিরাজনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্বপুরুষ শ্রীমঙ্গল থানাধীন নয়ানশ্রী গ্রামে শেখ রাজা পরিবারের বংশদ্ভুত। তাঁর মাতা ছিলেন বরুণা গ্রামের মুলক মোহাম্মদ যিনি নবাবী আমলের ৪৭৯৬১/৭০৫নং জুরের মালিক ছিলেন তাঁরই বংশদ্ভুত। এককথায় তিনি হলেন রাজপরিবারের লোক।

তিনি একজন নবীপ্রেমিক, এজন্য তরিকতের ও হাদীসের সনদ সংগ্রহে সৈয়দ বংশীয় লোকদের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি আওলাদে রাসূল থেকে হাদীসের সনদ সংগ্রহ করতে সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম' বেরেলীশরীফে গমন করেন এবং তবররুকান হাদীসশরীফের দরসে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৬ইং এর ২৯ জানুয়ারি অত্র মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আরিফ রেজভী নানপুরী সাহেবের নিকট থেকে ইলমে হাদীসের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন।

তিনি আওলাদে রাসূল থেকে তরিকতের সনদ অর্জন করার মানসে খাজা মঈনুনিদ্দন চিশতী হাসান সঞ্জরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করার জন্য বার বার যাতায়াত করেন এবং সেখানকার সাজ্জাদানশীন কাদেরিয়া চিশতিয়া রেজভীয়া দারুল মুতালেয়া খানকাহশরীফের ওলীয়ে কামেল আওলাদে রাসূল (যিনি সৈয়দ ফখরুদ্দিন গরদেজেভীর বংশদ্ভুত) সৈয়দ আহমদ আলী রেজভী চিশতী কাদেরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট থেকে ১৯৯২ইং

সনের ২ জানুয়ারি কাদেরিয়া ও চিশতিয়ায়ে আলীয়া উভয় তরিকার সনদ অর্জন করে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারশরীফের গদ্দিনিশীন পীর আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ ইসলামউদ্দিন বোখারীর দরবারশরীফ থেকে চিশতিয়ায়ে নিজামিয়া তরিকার খেলাফত ও খেরকা লাভ করে নবী বংশীয় ওলীদের মারফতে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করেন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব মুজাদ্দিদে আলফেসানীর দরবারের গদ্দিনিশীন পীর আওলাদে রাসূল সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মোজাদ্দেদীর নিকট থেকেও ১৯৯৬ইং সনের ৫ নভেম্বর নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফত অর্জন করে নবী বংশীয় ওলী আল-াহ্গণের মাধ্যমে আল্লাহর হাবীবের সঙ্গে নিসবত অর্জন করেন।

এমনকি হুজুর কেবলা আল্লাহর হাবীবের মহব্বত লাভ করার মানসে আত্মীয়তার সম্পর্কও সৈয়দ পরিবারের সঙ্গেই করতে ভালবাসেন। কারণ সৈয়দ পরিবারে লোকজন বেশি দ্বীনদার হয়ে থাকেন।

ফলে মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার অন্তর্গত তাহার লামুয়া সৈয়দ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর সহধর্মিনীর নাম সৈয়দা তৈয়বা খাতুন। তিনিও নবীপ্রেমিক। তাই হুজুর কেবলার বড় সাহেবজাদা মাওলানা মুফতি শেখ শিব্বির আহমদকে কুলাউড়া নিবাসী দেওগাঁও সৈয়দবাড়ি বর্তমান রাউতগাঁ ওস্থ এক সৈয়দ পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

হুজুর কেবলার মেজো সাহেবজাদা মাওলানা শেখ জাবির আহমদকেও হবিগঞ্জ সুলতানসী হাবিলীতে এক সৈয়দ পরিবারের সাথে বিয়ে করিয়ে সৈয়দ পরিবারসমহূে র সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কর্কে উসিলা করে আওলাদে রাসূল তথা আল্লাহর হাবীবের বংশপরম্পরার সাথে গাঢ় সম্পর্কের্র প্রমাণ করেন।

তাঁর দুইজন মেয়ের বিয়ের জন্যও সুন্নি নবীপ্রেমিক দুইজন পরহেজগার মাওলানাকে নির্বাচন করেন। এককথায় তিনি সুন্নি আলেম, নবীবংশীয়, নবীপ্রেমিকদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ভালবাসেন। যেন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার দিকে ধাবিত করার পথ সুগম হয়।

হুজুর কিবলা ১৯৬২ইং সনে শায়েস্তাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) দাখিল ও ১৯৬৪ইং সনে আলিম পাশ করেন। ১৯৬৬ইং সনে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) ফাজিল ও ১৯৬৮ ইং সনে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বায়েদের প্রচার ও প্রসারে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একাধিক বিষয়ের উপর বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি ১৯৮১ইং সনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ওলামা সংসদ বাংলাদেশ নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৮ইং সনে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম আন্তর্জাতিক ঈদেমিলাদুন্নবী কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। কনফারেন্স সমাপ্তির পর যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে সংগঠনের কাজে প্রায় তিনমাস অতিবাহিত করেন। বহু চেষ্টার ফলে সেখানে উক্ত সংগঠনের শাখা গঠন করেন এবং তিনি শাখার প্রেট্রন পদে মনোনীত হন। পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত সংগঠনের আমন্ত্রণে যুক্তরাজ্যে সফর করেন। তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্ব ও উমরা আদায় করেছেন।

বিভিন্ন দরবার থেকে সনদ অর্জন

সিলেটের প্রবীণ ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল **আল্লামা** হরমুজ উল্লাহ শায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট থেকে এলমে ফিকাহ ও ফতোয়া প্রদানের এজাজত লাভ করেন।

শরীয়ত ও তরিক্বতের উচ্চতর জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করতে তিনি গমন করেন হিন্দুস্তানের সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত **আল্লামা** শাহ্ আহমদ

রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম' রেরেলীশরীফে। ১৯৮৬ইং এর ২৯ জানুয়ারি এ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আরিফ রেজভী নানপুরী সাহেবের নিকট থেকে ইলমে হাদিসের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন। তা নিম্নরূপ–

سند التكميل لرجل في التحصيل وله فكرة في التفريع والتأصيل

এছাড়াও তিনি আওলাদে আলা হযরত হযরতুল আল্লামা মাওলানা ছুবহান রেজাখাঁন মা.জি.আ. এর দরবার থেকে খেদমতে খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবা করার নিমিত্তে তা'বীজাত এর উপরও একখানা সনদ লাভ করেন। তা নিম্নরূপ–

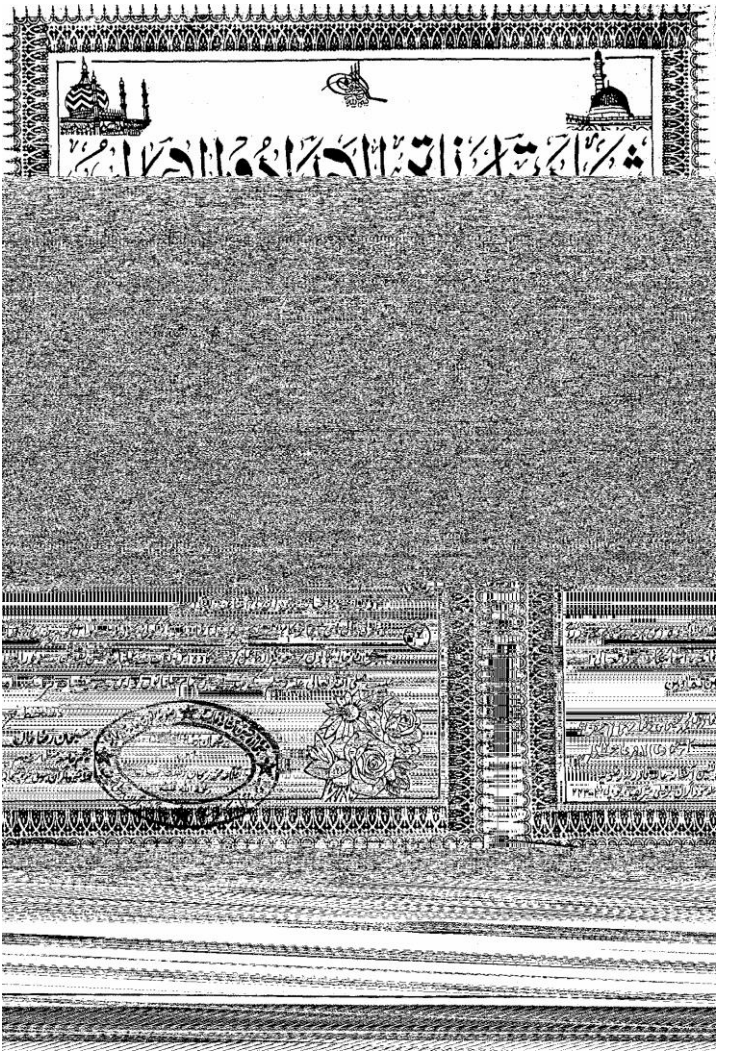

১৯৭১ইং সনে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত মর্শিদ্যে বরহক ইমামে রাব্বানী শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী

আলমাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর তরবিয়াতুল মুহাদ্দিসীন ক্লাশে ভর্তি হয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদিসশরীফ ও ক্বেরাআতের উচ্চতর সনদ অর্জন করেন।

রেজাখাঁন (মা.জি.আ.) অতি আনন্দের সাথে তাকে গ্রহণ করেন এবং এক শুভক্ষণে কাদেরীয়া আলিয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই,

১৯৯২ইং সনের ২ জানুয়ারি আলম সিরাজনগরী গেলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী হাসান সঞ্জরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজার জিয়ারত করতে। তখন (মাজার সন্নিকটস্থ) কাদেরীয়া চিশতিয়া রেজভীয়া দারুল মুতালেয়া খানকাহশরীফের পীর আলম হযরত

সৈয়দ আহমদ আলী চিশতি (মা.জি.আ.) আল্লামা সিরাজনগরীকে পাশে বসিয়ে বহু আলাপ আলোচনার পরে অতি আগ্রহে চিশতিয়া আলিয়া ও কাদেরীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই–

خلافت نامۂ سلسلۂ عالیہ قادریہ چشتیہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

اَمَّا بَعْدُ! ہم جناب مولوی عبدالکریم سراجنگری ساکن مولوی بازار بنگلہ دیش کے مجاہدے، مشاہدے، مراقبہ اور نماز روزہ کی پابندی سے بہت خوش ہیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ جناب مولوی موصوف دینِ متین کی خوب خدمت کریں گے۔ ہمیں اپنے بزرگانِ دین کی طرف سے و مرشد گرامی کی جانب سے جو کچھ ملا ہے وہ تمام عمل کرنے کی اجازت و خلافت آج بتاریخ ۱۹ جمادی الاخری ۱۴۱۷ھ (۲ نومبر ۱۹۹۶ء) کو روحانی و مجازی سند عطا کی جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مولوی موصوف اپنے مریدوں کی اللہ واسطے ایسی ہی خدمت کریں گے جیسے ہم نے اللہ واسطے ان کی خدمت کی ہے اور شریعتِ مطہرہ کی پابندی کا سب کو شوق دلائیں گے اور ریا و نمود کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیں گے۔

اب دُعا یہ ہے کہ مولوی موصوف کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور پیرانِ طریقت کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فقط

دُعاگو اسیرِ مفتیٔ اعظمِ ہند احقر الحاج مولوی سید احمد علی رضوی قادری چشتی عفی عنہ۔

گدی نشین خلیفہ مفتیٔ اعظم ہند رضوی نگلی

درگاہ شریف اجمیر انڈیا

১৯৯৫ইং সনের ৩০ এপ্রিল আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলা দিল্লীর হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজার জিয়ারত করতে গেলে তথাকার মহান ওলী হযরত নিজামউদ্দিন

আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দরবার শরীফের গদ্দিনীসিন পীর হযরত শাহ সৈয়দ আলহাজ্ব ইসলাম উদ্দিন বুখারী (মা.জি.আ.) পরম যত্নে তাকে চিশতিয়া নিজামিয়া তরিকার খেলাফতনামা ও খেরকা প্রদান করেন। তাই এই–

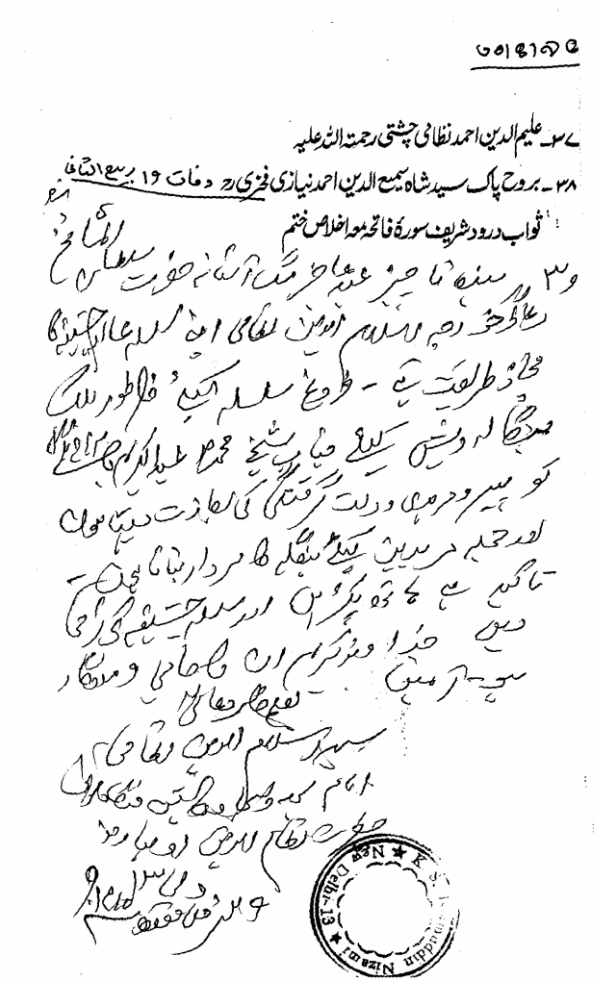

১৯৯৬ইং সনের ৫ নভেম্বর আলহাজ্ব সিরাজনগরী মোজাদ্দেদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাজারশরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানকার বর্তমান সাজ্জাদানসীন খানকায়ে আলিয়া

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীর খলিফা সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মোজাদ্দেদী তাঁকে নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। তা এই–

(KHALIFA) SYED MOHD. YAHYA MUJADDEDI

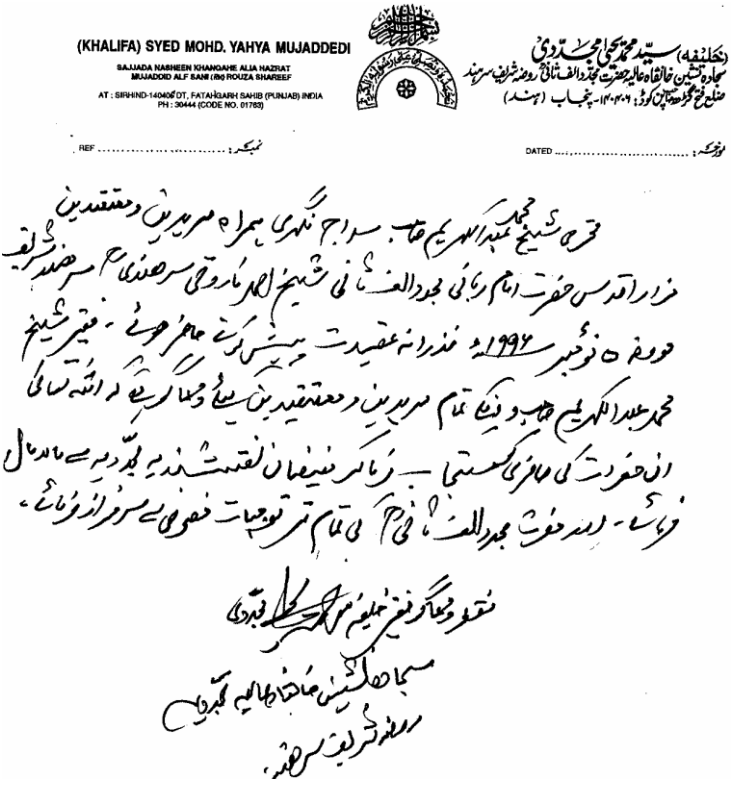

SAJJADA NASHEEN KHANGAHE ALIA HAZRAT MUJADDID ALF SANI (Rh) ROUZA SHAREEF

AT : SIRHIND-140406 DT, FATAHGARH SAHIB (PUNJAB) INDIA
PH : 30444 (CODE NO. 01763)

(خلیفه) سید محمد یحیی مجددی
سجادہ نشین خانقاہ عالیہ حضرت مجدد الف ثانی روضہ شریف سرہند
ضلع فتح گڑھ صاحب پن کوڈ: ۱۴۰۴۰۶-پنجاب (ہند)

REF .... :نمبر

DATED .... :مورخہ

محترم شیخ محمد عبد الکریم صاحب سراج نگری ہمراہ مریدین و معتقدین
مزار اقدس حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف
مورخہ ۵ نومبر ۱۹۹۶ء نذرانہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہوئے۔ فقیر شیخ
محمد عبد الکریم صاحب و نیز تمام مریدین و معتقدین سے دعا گو رہیگا کہ اللہ تعالی
ان حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور فیضان نقشبندیہ مجددیہ سے مالا مال
فرمائے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی کی تمام تر توجہات خصوصی سے سرفراز فرمائے۔

فقط دعاگو فقیر خلیفہ سید محمد یحیی مجددی
سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مجددیہ
روضہ شریف سرہند

আল্লাহর প্রেম ভালবাসা ও নৈকট্যলাভের পথ হল ইলমে মারেফত হাসিল করা। হযরত বায়জিদ বোস্তামি রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক কামেল মুর্শিদের স্মরণাপন্ন না হবে, ততক্ষণ পযন্ত সে ইলমে মারেফাত অর্জন করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ইলমে মারেফাতের সর্বোচ্চ মাকামে আরোহন করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর দিদার ও নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। শরিয়তের ইলিম তার যতই থাকুক, শরিয়ত হলো বাহ্যিক চক্ষু আর মারেফাত হল আত্মার চক্ষু।

অদৃশ্যচক্ষু ব্যতীত অদৃশ্যের দিদার লাভ করা সম্ভব নয়। তাই বড় আলেম হয়েও আত্মার সমৃদ্ধি ও সাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত হবার জন্য যেতে হয় আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণের দরবারে।

অধম সিরাজনগরী সাহেব কিবলার ছিল আউলিয়ায়ে কেরামদের দরবারের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। এর ফলে তিনি আউলিয়ায়ে কেরামদের পক্ষ থেকে অর্জন করেন কামালিয়াতের উচ্চস্তর। কামালিয়াতের উচ্চস্তরে পৌঁছলেই আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় কারামতের বাস্তব নমুনা। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১৯৮২ইং সনের ১ ফাল্গুন সিরাজনগর দরবারশরীফের বাৎসরিক উরসে আউলিয়া সুন্নি মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে ইমামে রাব্বানী শায়খুল ইসলাম অধম সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আল মাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। আলমাদানী সাহেব ছিলেন সিরাজনগরী হুজুরের পীর ও মুর্শিদ। মাহফিলের দাওয়াত পেয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট তথা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বনামধন্য প্রখ্যাত সুন্নি উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আগমন করেন। সিরাজনগরী হুজুর কিবলার হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ আশিকে রাসূলদের উপস্থিতিতে সিরাজনগরের আকাশ-বাতাস আনন্দে মুখরিত। আনন্দ উচ্ছ্বাস আর নারায়ে রিসালাতের ধ্বনিতে সুন্নি মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তির সীমা নেই। মেহমান ও ভক্ত মুরিদানদের জন্যে খাবার শিরনি, প্যান্ডেলসহ প্রায় দুই আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাহফিলের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। ঠিক আসরের নামাযের সময় আকাশে দেখা গেল ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রবল বৃষ্টিপাতের উপক্রম।

তখনকার সময়ে সিরাজন মাদ্রাসার ঘর দালান ও মেহমানদের বসার, আশ্রয় দেওয়ার তেমন কোন বিহীত ব্যবস্থা ছিল না। খোলা ময়দানে প্যান্ডেল তৈরি করা হল। এই বিপদময় মুহূর্তে সিরাজনগরী হুজুর কিবলা তাঁর আঁখিযুগল আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন করলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর অত্যন্ত আবেগের ইঙ্গিতে দৌড়ে ছুটে লেন

আপন মুর্শিদের কদমে। মুর্শিদ কিবলাকে লক্ষ করে আলম সিরাজনগরী সাহেব কিবলা কেঁদে কেঁদে বললেন– 'হুজুর এখন যদি বৃষ্টি আসে তাহলে আমি আর সুন্নি মাহফিল করবো না।' মুর্শিদ কিবলা বললেন– 'আরে তুমি থামো! আল্লাহর হাবীবের নজরে করমে বৃষ্টি আসবে না। আল্লাহর ওলিদের জবান অতিপবিত্র। তারা মুখ দিয়ে যা বের করনে তা আলাহতা'য়ালা গ্রহণ করেন। ওলিদের আবেদন আল্লাহ ফেরত দেন না। এমতাবস্থায় মাহফিলের চারদিকে অর্ধমাইল দূর পর্যন্ত ঝড়-তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু সুন্নি মাহফিলের আশেপাশে এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি।

উক্ত মাহফিলে আগত শত শত উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী, হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ মুরিদান আল্লাহর ওলিদের কারামতের বাস্তব নমুনা দেখে সিরাজনগর দরবারশরীফের প্রতি মানুষের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল আজও তা এলাকার বহুল জনশ্রুতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে।

ঠিক এমনি এক ঘটনা ঘটে গেল ১৪২৯ হিজরি, ২০০৮ইং এর ৩১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। দিনটি ছিল সিরাজনগর দরবার শরীফের বাৎসরিক উরসে আউলিয়া ও আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন।

দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সিরাজনগর দরবারশরীফের ভক্তবৃন্দ, আশিকান, মুরিদান ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত সুন্নি উলামায়ে কেরাম, বুদ্ধিজীবী, পীর মাশায়েখ ও বিভিন্ন সুন্নি সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ও চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে দাওয়াতী সমস্ত কার্যক্রম শেষ হয়েছে। নির্ধারিত স্থানে প্রায় একসপ্তাহ পূর্বেই প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। ইত্যবসরে মাহফিলের প্রায় তিন চারদিন পূর্বেই দেখা যায় আকাশে বিরাট মেঘের গর্জন। একেতো মওসুমি শীত অপরদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি শুরু হলো যেন আকাশ উপুর হয়ে যমিনে পড়ে যাবে। বৃষ্টির সাথে ঠান্ডা বাতাসে মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। এমন হাড় কাপানো শীতে জনজীবন কর্মবিমূখ।

এদিকে সিরাজনগর দরবারশরীফের ভক্তবৃন্দ আশিকান,

মুরিদানগণ ফোনের পর ফোন করে মাহফিলের ব্যাপারে কী করতে হবে জানার অধীর আগ্রহে দিনাতিপাত করছে। দেখতে দেখতে মাহফিলের দুইদিন পূর্ব পর্যন্ত আকাশের অবস্থার কোন উন্নতি হল না। কিন্তু ভক্তদের ফোন রিসিভ করতে করতে পেরেশান হয়ে গেলাম। দিশেহারা হয়ে দৌড়ে ছুটলাম হুজুর কেবলার কদমে। বললাম হুজুর 'চারদিকের ফোনে অতিষ্ট করে ফেলেছে' মাহফিলের ব্যাপারে আমাদেরকে কী করতে হবে? আমরা কী উপরে টিনের ব্যবস্থা করে নিতে পারি। হুজুর কেবলা কোন কিছু না বলে শুধু মুসকি হাসলেন।

কিন্তু আমাদের মনে কোন শান্তি ছিল না। হুজুর কিবলাকে আবারো বললাম– হুজুর আমাদেরকে কী করতে হবে। আকাশে যে বৃষ্টি ও হাড় কাপানো শীত নেমেছে মনে হয় যেন আমাদের মাহফিল করতে পারবো না। হঠাৎ হুজুর কিবলা বলে উঠলেন– 'আমরা নবীর তরির যাত্রী। আমাদের নৌকা ডুববে না।'

যাই হোক হুজুর কিবলার এ কথা শুনে অন্তরে আশার আলো ফোটেছে। মাহফিলের আর মাত্র একদিন বাকি। দিনটি ছিল বুধবার। মুষলধারে বৃষ্টি আর হাড় কাপানো শীতের যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। এদিকে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। কিন্তু বৃষ্টি আর শীত অবিরাম বয়ে ছলছে। দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় গা জড়িয়ে হুজুর কিবলার মুখনিসৃত বাণীটুকু 'আমরা নবীর তরির যাত্রী। আমাদের নৌকা ডুববে না।' শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলাম। চিন্তায় চিন্তায় কখন চোখে ঘুম এসে গেল টের পাইনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতের ঘড়িতে থাকিয়ে দেখি বিকাল ৩টা। দরজা খোলে বাইরে থাকিয়ে দেখলাম আকাশে কী রোদের বাহার চমকাচ্ছিল– যেন আকাশে ইতোপূর্বে কোন মেঘ ছিলই না বলে মনে হচ্ছে।

চিন্তা করতে লাগলাম হুজুর কিবলার বাণী নিয়ে। ভাবতে লাগলাম নিশ্চয় আমাদের হুজুর কিবলা জিন্দা ওলি। জিন্দা ওলিদের কারামতের বাস্তব নমুনা এমনই হয়ে থাকে। যা ভক্তবৃন্দদের হৃদয়েও রেখাপাত করেছে।

পরদিন বৃহস্পতিবার। ভক্তবৃন্দদের মিলনমেলা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে উপস্থিত হয় দরবারশরীফের ভক্তবৃন্দ।

আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয় পুরো দরবার। সবাই এ দিনে ও রাতে নাতীশীতোষ্ণ অবস্থায় উলামায়ে কেরামদের তাকরির শুনে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি হাসিল করতে পারায় একবাক্যে বলতে লাগল আজকের দিন আমাদের হুজুর কিবলার বাস্তব কারামতের নমুনা। হুজুর কিবলা একজন জিন্দা ওলি। অথচ মাহফিলের পূর্বের ও পরের দিনটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে তাপমাত্রায় সর্বনিম্ন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলির নজর ও করমে মাহফিলের দিন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় সকলেই আখেরে মোনাজাত পর্যন্ত মাহফিলে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমনি আরেকটি কারামত প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৪ইং সালে। তখন শ্রীমঙ্গল থানার টিএনও ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাফিজউদ্দিন সাহেব। হুজুর কিবলা একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রখ্যাত সুন্নি আলেম হিসেবে সাড়াদেশেই পরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দরখা মাহফিল থেকেই সাফিজউদ্দিন সাহেবের সাথে সুন্নি বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হুজুর কিবলা নিজের জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কাকিয়াবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

তখন বিদ্যালয়টি ইউনিসেফের অর্থায়নে টিনসেটের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল। যা অবস্থিত ছিল বর্তমান সিরাজনগর মাদ্রাসার শাহ মোস্তফা হলের স্থানে।

জনাব সাফিজউদ্দিন সাহেব মাঝে মাঝে সিরাজনগর মাদ্রাসায় আসতেন। দুটি প্রতিষ্ঠান (স্কুল-মাদ্রাসা) একত্রিত হওয়ায়, লেখা-পড়ার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। টিএনও সাহেব হুজুর কিবলার সাথে আলোচনা করে বললেন– 'হুজুর আপনি যদি স্কুলের জন্য অন্যত্র জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে আমি দেখব প্রতিষ্ঠানটি পৃথক করা যায় কী না। তাই হুজুর কিবলা স্কুলের জন্য ৩০ শতক জমির পরিবর্তে ৩৩ শতক জায়গা স্কুলের জন্য বিনিময় করে রেজিস্ট্রারি করে দিলেন। যেখানে হুজুর কিবলার মাধ্যমে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বের ইউনিসেফ কর্তৃক টিনসেটের ঘরটি পূর্বের জায়গায়ই অবস্থিত ছিল। সরকারি অফিস আদালতের ঝামেলার কারণে ঘরটি অকশন দিতে বিলম্ব হওয়াতে মাদ্রাসার কিছুটা সমস্যা হতে লাগল।

হঠাৎ একদিন রাতে কালবৈশাখিরর ঝড়-তুফান শুরু হল। ঝড়ে চারদিক লন্ডভন্ড করে ফেলল। চারদিকের গাছ-গাছালি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মানুষের বাড়ি-ঘর, ফসলি জমিসহ মারাত্মক ক্ষতি হল।

কিন্তু পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম এক আশ্চর্য কারামত। যেখানে মানুষের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গাছ-গাছালি ভেঙে চুরমার সেখানে দেখা গেল ইউনিসেফ কর্তৃক টিনসেটের ঘরটি, হুজুর কিবলার আব্বাজানের তৈরি বাংলো ঘরের সংলগ্ন পশ্চিমে এবং হুজুর কিবলার থাকার ঘরের লাগা পূর্বে উঠানের মাঝখানে এমনভাবে পরে আছে, মনে হলো যেন– শতেক শ্রমিক ঘরটিকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে রেখেছে। যেখানে বিরাট ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল সেখানে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় কোন গাছের ডাল-পালা, কারেন্টের ওয়ারের স্পর্শ ছাড়াই বাংলো ঘরের উপর দিয়ে কীভাবে উঠানের খালি জায়গায় চলে আসলো। তা দেখে সমস্ত মানুষ হতবাক হয়ে গেল।

যেখানে একটি ঘরের চাপায় অপর ঘরটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল সেখানে স্কুল ঘরটিসহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থেকে যাওয়া– তা আল্লাহর ওলিদের কারামতেরই বাস্তব নমুনা।

আলম সিরাজনগরী হুজুর কিবলা আল্লাহর জিন্দা ওলি। আল্লাহর ওলিদের পদযাত্রা চলে আধ্যাত্মিক জগতে। এ সমস্ত জিন্দা ওলিদের ফুয়ূজাত আমাদের নসিব করুন। ১৯৯২ইং সালে সিকন্দরপুর (পশ্চিমগাঁও) নিবাসী হাজী মোহাম্মদমবশ্বির আলী সাহেবের বায়আতে রাসূল গ্রহণ করার ঘটনা নিম্নরূপ–

তিনি বলেন আমি বায়আত হওয়ার জন্য অনেক পীর মাশায়েখগণকে দেখেছি এবং তাদের সাথে চলাফেরা ও সহবতে অবস্থান করেছি। কিন্তু কার কাছে বায়আত গ্রহণ করব তা স্থির করতে পারছি না। কোন একদিন রাতে মনে মনে ভাবছি ফুলতলীর পীর সাহেবের কাছে বায়আত গ্রহণ করব। আবার ভাবছি বিলপারি পীর সাহেরেব কাছে বায়আত হয়ে যাই। কখনো চড়ার পীর সাহেবের হাতে বায়আত হওয়ার জন্যও মনস্থ করি।

এরূপ ভাবনা করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়ি। কখনজানি চোখে ঘুম এসে গেল বলতে পারি না। রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখি– কে যেন আমাকে বলছেন– নায়েবে নবী বা আল্লাহর হাবীব এর উত্তরাধিকারী এসেছেন। তোমরা আল্লাহর ওলীকে দেখতে চাইলে আস। তখন আমি সিকন্দরপুর আলহাজ্ব আব্দুল হাফিজ উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দেখতে পেলাম লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তার দু'দিকে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহর ওলীকে স্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখলাম একটি সাদা কার থেকে আল্লাহর ওলী আলম সিরাজনগরী হুজুর কিবলা তাশরিফ এনেছেন। পরনে সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা পায়জামা পরিহিত অবস্থায় মানুষের মাঝে আসলে সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগল আল্লাহর ওলী এসেছেন। তখন আমি কাছে গিয়ে কদমবুছি ও মুসাফা করার সাথে সাথেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন রাত ৩ টা।

ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলাম। কি দেখলাম! কি দেখলাম! সকালে এ ঘটনাটি আমার স্নেহের ভাতিজা হাজী মোহাম্মদ রফিক মিয়াকে বলি এবং তাকে সাথে নিয়ে পরেরদিন আল্লাহর ওলী আলম সিরাজনগরী সাহেব কিবলার হাতে বায়আতে রাসূল গ্রহণ করে আমার জীবন ধন্য করি। বায়আত গ্রহণ করার পূর্বে আমার জীবনে অনেক সমস্যা এসে ভির করেছিল। বায়আত হবার পর থেকেই আল্লাহর ওলীর হাতের পরশে আমার ও আমার পরিবারের সকল সমস্যা দূর হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত আল্লাহর ওলীর নেকনজরে হেফজতে রয়েছি।

বাহুবল থানার নিবাসী জনাব মাওলানা রমজান আলী বেলালী সাহেব আল্লাহর ওলীর দেওয়া সবক 'কাসিদায়ে বুরদাশরীফ' পাঠ করে কীভাবে বিরাট মসিবত হতে রক্ষা পেয়েছেন তিনি তার নিজ ভাষায় বলেন–

আমার পীর ও মুর্শিদ আলম সিরাজনগরী সাহেব কিবলা ১৯৯৫ইং সনে লন্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হুজুর কিবলার সহবতের নিয়ত করে– ০৬/০৯/০৫ইং তারিখ সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে বাড়ি থেকে রওয়ানা হই দরবারশরীফে যাওয়ার জন্য। পুটিজুরি হতে মিরপুরে মেক্সিযোগে এবং তথা হতে হবিগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল এক্সপ্রেস

বিরতিহীন বাসে উঠে বসি। হুজুর কিবলা আমাকে কাসিদায়ে বুরদাশরীফ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশমতে আমি কাসিদায়ে বুরদাশরীফ খতম পাঠ শেষ করে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। গাড়িতে বসে বসে কিতাবটি পড়তে ছিলাম।

মুছাই নামক পাহাড়ি এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক্সিডেন্ট হওয়ার উপক্রম হওয়ার মুহূর্তেই আমার মুর্শিদের কথা মনে পড়ে। তখন আমি হুজুর কিবলাকে স্বরণ করে হুজুরের নির্দেশমতে কাসিদায়ে বুরদাশরীফ পাঠ করা শুরু করি। পাঠকরাকালীন অবস্থায় গাড়িটি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ উল্টে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়।

ঘটনাস্থলেই ড্রাইভারসহ অনেকেই প্রাণ হারায়। বাকী সবাই গুরুতর আহত অবস্থায় চতুরদিকে পড়ে থাকে। আমিও যেন মরণ পথের যাত্রি। কিন্তু তা নয়। আল্লাহ্ কি মহিমা! মনে হল আমি যেন কারো কোলে বসে আছি। সবাই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এমনকি মানুষের গায়ের রক্তে আমার পাঞ্জাবী পায়জামা ও টুপি রক্তাক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমার কোন ক্ষতি হয় নাই। আমার সাথে যা ছিল সবই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এমন সময় একজন লোক এসে বললেন– বাবা তোমার কি কোন ক্ষতি হয়েছে? তোমার সবই পেয়েছ? আমি উত্তরে বললাম পেয়েছি। তার হাতে ধরে আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম। তারপর মানুষের রক্ত ও করুণ আহাজারি দেখে আমার দৌহিক শক্তি হারিয়ে ফেলি।

ইত্যবসরেই আমার মুর্শিদ কেবলাকে আমার সম্মুখে দেখতে পাই। এমনিতেই আমি কদমে লুটে পড়ি এবং আমার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই। এমন সময় আমার মনে হচ্ছে যে, আমার সাহেব কিবলা একজন সত্যিকারের কামেল পীর। আমার মনে হচ্ছে মদিনাওয়ালাা কামলি ওয়ালা নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মুর্শিদকে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। হুজুর কিবলা আমাকে উনার গাড়িতে উঠিয়ে দরবারশরীফে নিয়ে আসলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এক্সিডেন্টের সময় তুমি গাড়িতে কী করতেছিলে? আমি জবাবে বললাম আপনার নির্দেশিত কাসিদায়ে
বুরদাশরীফের এ পংক্তিটি পাঠ করতেছিলাম–

অর্থাৎ তুমি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন বন্ধুকে এমন পাবে না যিনি তার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শত্রু এমন পাবে না যে কখনও পরাজয়বরণ করে নাই ও বিজিত হয়ে টুকরা টুকরা হয় নাই।

এ পংক্তিটুকু হুজুর কিবলাকে বললে তিনি আমাকে বলেন, বাবা রমজান আলী স্বয়ং মদিনা ওয়ালা তোমাকে সাহায্য করেছেন। এ বলে হুজুর আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। আমার বিশ্বাস যে, আমার মুর্শিদের দোয়ায়ই আমি বেঁচে আছি।

সিরাজনগর নিবাসী মরহুম মোহাম্মদ আমান আলী (মঙ্গল মিয়া) ১৯৯৫ইং সনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহর ওলির উসিলায় তিনি কীভাবে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তার ছেলে মোহাম্মদ বেলাল মিয়া বলেন–

আমার পিতা গুরুতর অসুস্থ। অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়ে ঔষধপত্র খাওয়াতে কোন প্রকার ত্রুটি করিনি। সিলেটে প্রচুর যাওয়া আসা করেছি। এমনকি আমার পিতা সেন্সলেস (অজ্ঞান) হয়ে পড়েন। এই অজ্ঞান অবস্থায় তিনদিন চলে যায়। শেষ পর্যন্ত নিরূপায় হয়ে ঢাকা পিজি হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পিজি হাসপাতালে আসন না পাওয়াতে তৎপার্শ্ববর্তী বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করি। বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করার পর থেকে প্রায় ২২ দিন পর্যন্ত চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে রোগের কোন উন্নতি দেখছি না। অজ্ঞান অবস্থায়ই পড়ে আছেন। কর্তব্যরত ডাক্তারগণ রোগের কোন উন্নতি না দেখে আমাকে বলেলেন আপনার পিতা আর বাঁচবে না। এখানে হাসপাতালে রেখেও আপনার কোন লাভ হবে না। বরং বাড়িতে নিয়ে যান এবং যতটুকু পারেন খেদমত করে দেন।

ডাক্তারের পরামর্শ শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী করি ভেবে পাই না। অনেকদিন যাবত আমার পিতার মুখে খাবার বন্ধ। নাকে-মুখে পাইপ লাগানো। শরীরে রূহ আছে কি না সন্দেহ। এই অবস্থায় বাড়িতে ফোন করে সবার পরামর্শক্রমে পিতাকে বাড়ি নিয়ে আসি। ইতোপূর্বে বিভিন্ন দোয়া কালাম ও খতম আদায় করিয়েছি।

বাড়ি পৌঁছারপর সিরাজনগর নিবাসী জনাব শাহ মইনল ইসলাম সাহেবের পরামর্শক্রমে আলামা সিরাজনগী হুজুরের কথা স্মরণ করি। দরবারশরীফে এসে হুজুর কিবলাকে পেয়ে দাওয়াত করলাম আমার বাড়িতে যাওয়ার জন্য। তিনি দাওয়াতে যাবেন বলে ওয়াদা করলেন। তাই আমার আত্মাও শান্তি হয়েছে। এশার নামায আদায় করার পর আমার পিতার মরণোত্তর বিছানার পাশে আমরা একখানা মিলাদশরীফের আয়োজন করলাম। মিলাদশরীফ পাঠ শেষে আলামা সিরাজনগরী হুজুর কিবলা আমার আব্বার মাথায় হাত বুলালেন এবং একখানা ফুক দিয়ে মোনাজাতে আমার আব্বার জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি মোনাজাত চলাকালীন অবস্থায় আমার পিতার দুই হাত উপর দিকে উঠিয়ে সিরাজনগরী হুজুর কিবলাকে ধরতে চেয়েছেন এবং কি যেন বলতে চাচ্ছেন। নাকের ও মুখের মধ্যে পাইপ লাগানো অবস্থায় তিনি উঠে বসে গেলেন।

যেখানে তিনি ২৫ দিন যাবত সম্পূর্ণ কথাবার্তা বন্ধ- সেখানে হঠাৎ করে হাত পা নাড়িয়ে সুস্থ্য মানুষের মতো বিছানায় বসে যাওয়াটা আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। আমরা সবাই এসে আব্বাকে জড়িয়ে ধরি। আলামা সিরাজনগরী হুজুর ও আমার আব্বার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। দোয়া করলেন। সিরাজনগরী হুজুর কিবলার দোয়ার বরকতেই আমার আব্বা সম্পূর্ণ সুস্থ্য অবস্থায় আরো তিন মাস পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বেঁচেছিলেন। তিনি ১লা এপ্রিল ২০০৫ইং সনে আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন।

আমার বিশ্বাস আলামা সিরাজনগরী হুজুর একজন খাঁটি আল্লাহর ওলি। আল্লাহর ওলিদের কার্যক্ষমতা এমনই হয়ে থাকে। যাদের নেগাহে মানুষের তাকদির পরিবর্তন হয়ে যায়। আলামা সিরাজনগরী সে রকম দরজারই একজন কামেল ওলি। যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অনেক উপরে। আলাহপাক রাব্বুল আলামিন এর দরবারে উনার নেক হায়াত কামনা করি।

সংকলনে

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ নুরুল আবছার চৌধুরী

প্রভাষক, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম নাহমাদুহু ওয়ানুসালি আলা
রাসূলিহীল কারীম

দীর্ঘদির্ন ধরে একটি আমলিয়াত বইয়ের অভাব উপলব্ধি করছিলাম। অপরদিকে তরিকতপন্থী বিভিন্ন মহল হতে বইটি
লেখার জন্য বারবার তাগিদ আসছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে এ বিষয়ের উপর কলম ধরতে পারিনি।

তাছাড়া প্রতি বছর যুক্তরাজ্য লন্ডনসহ পবিত্র মক্কা-মদিনা জিয়ারত ও বিভিন্ন আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারশরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে কয়েকমাস দেশের বাইরে থাকতে হয়।

ইদানীং মৌলভীবাজার জেলার রাউত গাঁও নিবাসী আমার স্নেহের মৌলভ মোহাম্মদ মোহাহির হোসেন– এর বিশেষ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। তিনি বইটি প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। কাজেই শত ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও বইটি লিখতে বাধ্য হলাম।

অত্র পুস্তকে যে বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হল নফল নামায, দরূদশরীফ, তেলাওয়াতে কোরআন ও বিভিন্ন দোয়া কালাম প্রবৃতি।

কেননা পাক-পবিত্রতা, অযু-গোসল ও ফরয নামায তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমান অবশ্যই জানতে, বুঝতে ও পালন করতে বাধ্য। অন্যথায় ভীষণ শাস্তিভোগ করতে হবে।

উপরুক্ত ফরয, ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন নফল বন্দেগী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মূল্যহীন। যা প্রত্যেক মুসলমানই অবগত আছেন। যে সকল মুসলমান শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর

কয়েক ওয়াক্ত বা একাধাওে কয়েক বছর ফরয নামায আদায় করতে পারেননি, তারা অবশ্যই অতীতের সকল ফরয, ওয়াজিব নামায হিসেব করে আদায় করতে হবে। অন্যথায় নফল নামায ও নফল বন্দেগী কাজে আসবে না। হ্যাঁ ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পর যদি সময় ও সুযোগ থাকে তখন নফল বন্দেগীর গুরুত্ব অপরিসীম।

আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় তারা একাধারে দিনের-পর দিন রাতের-পর রাত নীরব- নির্জনে নফল বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন। যিনি যত অধিক পরিমাণে নফল বন্দেগী করতে পেরেছেন, তিনি সেই পরিমাণ মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে কুদসীতে আলাহপাক এরশাদ করেন–

অর্থাৎ আমার বান্দা নফল এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আমার নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এমতাবস্থ য় আমি তাঁ কে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন বান্দা যে কান দ্বারা শুনে আমি তার কান হয়ে যাই, আমি তার হাত হয়ে যাই। অর্থাৎ আমার খোদায়ী শক্তি দ্বারা সে সব কিছু দেখেতে পায়, শুনতে পায় ইত্যাদি।

উক্ত হাদিসে কদসী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আহর পিপা ত্রবা তাঁ র নৈকট্যলাভ করতে হলে শুধু ফরয বন্দেগী আদায় করে বসে থাকলে হবে না, বরং ফরয আদায়ের সাথে সাথে অধিক পরিমাণে নফল বন্দেগী করাও প্রয়োজন। তাতে বান্দার মর্যা দা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এক সময় বান্দা আহর ওলীদের স্তরে গিয়ে পৌঁ ছবে। অতএব নফল বন্দেগীর গুরুত্ব অপরিসীম।

মুদ্দাকথা হল– আহ তায়ালার ভালবাসা লাভ করতে হলে আহর হাবীব সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইত্তেবা বা পর্ণূ অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে

প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজীর সুন্নত মোতাবেক আমল করতে হবে।

এ ক্ষুদ্র পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কিছু আমল অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। উক্ত আমলের প্রতি মুসলমান নর-নারী আগ্রহ যাতে বৃদ্ধি পায়, সেজন্য আমলের পাশাপাশি এর ফজিলতও বর্ণনা করেছি।

এতে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য, গবেষণা, সম্পাদনা ও সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আলকাদেরী ও অত্র মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক ও আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশের মহাসচিব, মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী, মাওলানা মুফতি শেখ শিব্বির আহমদ ও মাওলানা শেখ জাবির আহমদ, সাহেবজাদায়ে সিরাজনগরী।

দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের শ্রম ও নেক মকসুদ কবুল করেন।,

বইটি অষ্টম প্রকাশনার পরও সকল কপি শেষ হয়ে যায়। পাঠকের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে নবম সংস্করণ ছাপা হয়। কারো কোথাও ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। ইনশায়াল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব। আশা করি বইটি পাঠ করে যারা আমল করবেন ও উপকৃত হবেন, তারা– আমি গোনাহগার ও অত্র বই প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সৃষ্টি সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন আমাদের নেক মকসুদ কবুল করেন। আমিন।

-গ্রন্থকার।

নফল বন্দেগীর পূর্বশর্ত

আমলিয়াতে ত্বরান্বিত উপকার সাধিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী আমলকারীর মধ্যে বর্ত্মান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা রাসূলে পাক সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আকাইদের উপর অটল ও অনঢ় থাকতে হবে।আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবীব সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর দুশমনদেরকে নিজের দুশমন জানতে হবে। তাদের লিখিত বই পুস্তক পাঠ করা বর্জন করতে হবে। অন্যথায় শয়তান দিলের মধ্যে কুমন্ত্রণা ও ধোকার সঞ্চার করতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত করা অপরিহার্য কর্ত্তব্য।

২। পাঁচওয়াক্তের ফরয নামাযসহ যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। পুরুষের জন্য মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়া করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ফরয ও ওয়াজিব নামায আদায় করা ব্যতীত রিজিকে বরকত হয় না।

৩। যে সকল ফরয নামায অতীতে ক্বাযা হয়েছে এগুলো সময় করে অতি তাড়াতাড়ি আদায় করতে হবে। কারণ যে ব্যক্তি ফরয নামায তরক করে তার যে ক্ষতি হয়, সারা জীবনের নফল নামাযেও তা পূর্ণ হয় না। তদুপরি হাদীসশরীফে রয়েছে, বিনা কারণে স্বেচ্ছায় এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে আশি হুকবা অর্থাৎ দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষবছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। (যদি আল্লাহ মাফ না করেন)।

৪। অতীতের যে সকল ফরয রোযা ক্বাযা হয়েছে সেগুলো আগামী রমযান মাস আসার পূর্বেই আদায় করতে হবে। যতক্ষণ অতীতের ফরয ক্বাযা আদায় না করবে, পরবর্তী কোন রোযা আল্লাহপাকের দরবারে কবুল হবে না।

৫। যাদের উপর যাকাত ফরয, তার প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। বিগত বৎসরের যাকাত অনাদায় থাকলে, তা ত্বরান্বিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব করে আদায় করতে হবে। বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত প্রদানে বিরত থাকা শক্ত গোনাহ।

৬। যাদের উপর হজ্জ ফরয, তারা অবশ্যই হজ্জ আদায় করতে হবে। কেন না রাসূলে মকবুল সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়ার পর, হজ্জ আদায় করল না, সে ইহুদীর মতো মৃত্যবরণ করোক আর নাসারার মতো মরুক তাতে কিছু আসে যায় না। (তিরমিজী)

৭। মিথ্যা, অশ্লীলতা, পরনিন্দা-পরচর্চা, গীবত, ব্যাভিচার, অত্যাচার, খিয়ানত, রিয়া ও অহংকার ইত্যাদি মন্দ অভ্যাস অবশ্যই বর্জন করতে হবে। প্রত্যেক তরিকতপন্থী মুসলামানদের জন্য নিম্নে হাদীসশরীফের দিকে লক্ষ্য রেখে সুন্নত তরিকা অনুযায়ী আমল করতে হবে।

অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেন যা শুনে তাই প্রচার করতে থাকে (সংবাদ সত্য কী মিথ্যা যাচাই করে দেখে না) একজন মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট। (মিশকাতশরীফ ২৮ পৃষ্ঠা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাজরা শরীফ

যারা সিরাজনগর দরবারশরীফে হক্বানী রাব্বানী পীর ও মুর্শিদের ওসিলা নিয়ে হায়াতুন্নবী যিনি হাজির ও নাজির তাঁর কাছে বায়আতে রাসূল গ্রহণের মাধ্যমে তরিকতপন্থী হয়েছেন, তারা প্রত্যেকে দৈনিক কমপক্ষে একবার করে শাজরাশরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালার শাহানশাহী দরবারে দোয়া করবেন। শাজরাশরীফ নিম্নে প্রদত্ত হল–

শাজরায়ে আলিয়া কাদেরিয়া রেজভীয়া

১। ইয়া এলাহী মাফ করো রহম করো পুরাও মোদের নেক আশা, তোমার হাবীব নবীদের নবী নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি ওয়াস্তে।

২। ইয়া এলাহী মুশকিলে আছান ফরমা রঞ্জ ও গম ছব দুর করো, বেলায়েতে হযরত আলী মুরতাদা মুশকিল কুশা কি ওয়াস্তে।

৩। ইয়া এলাহী নছীব করো জান্নাতে ফেরদৌস, ইমাম হুসাইন শোহাদায়ে কারবালা কি ওয়াস্তে।

৪। ইয়া এলাহী নছীব করো ইলমে মারেফত, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন মদনী কি ওয়াস্তে।

৫। ইয়া এলাহী নছীব কর জিয়ারতে মদীনা, হযরত ইমাম বাকের মদনী কি ওয়াস্তে।

৬। ইয়া এলাহী নছীব কর ছবরে ওয়াফির, হযরত ইমাম জাফর ছাদেক বাছফা কি ওয়াস্তে।

৭। ইয়া এলাহী নছীব কর জিয়ারতে বাগদাদ, হযরত ইমাম মুসা কাজেম বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

৮। ইয়া এলাহী কবুল করো হামারী ইয়ে ইলতেজা, হযরত ইমাম আলী রেজা কি ওয়াস্তে।

৯। ইয়া এলাহী রওশন করো কলব হামারা, হযরত খাজা মা'রুফ কারখী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১০। ইয়া এলাহী বখশিষ করো হুব্বে নবী, হযরত খাজা ছিররে ছাক্‌তি বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১১। ইয়া এলাহী মাল ও দৌলত জাহের বাতেন আতা কর গায়েবছে, হযরত শায়েখ জোনায়েদ বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১২। ইয়া এলাহী নছীব করো ফয়েজে জিকির, হযরত শায়েখ আবু বকর মুহাম্মদ শিবলী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৩। ইয়া এলাহী দূর কর রঞ্জ ও গম, হযরত শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৪। ইয়া এলাহী পুরা কর হাজত হামারী, হযরত শায়েখ আবুল ফরাহ মুহাম্মদ তারতছি রাহমুল্লা কি ওয়াস্তে।

১৫। ইয়া এলাহী আতা করো গায়েবী মদদ, হযরত শায়েখ আবুল হাসান আলী হাক্কারী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৬। ইয়া এলাহী দরাজ করো রিজকে হালাল, হযরত শায়েখ আবু সাঈদ মাখজুমী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৭। ইয়া এলাহী নছীব করো গাউছিয়া ফয়েজ হযরত ইমামুত তরিকত পীরানে পীর দস্তেগীর মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রাব্বনী গাউছে ছামদানী নূরে ইজদানী মুহিউদ্দিন গাউসুল আ'জম শায়েখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৮। ইয়া এলাহী আতা কর তাওবায়ে নাছুহা, কুতুবে জামান সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

১৯। ইয়া এলাহী নছীব কর কাশফে আইনে, হযরত সৈয়দ আবু ছালেহ বাছফা কি ওয়াস্তে।

২০। ইয়া এলাহী আতা কর হায়াতে দরাজী, হযরত সৈয়দ আবু নছর মহিউদ্দিন কি ওয়াস্তে।

২১। ইয়া এলাহী নছীব করো দিদারে মোস্তফা, হযরত পীরে কামেল সৈয়দ আলী কি ওয়াস্তে।

২২। ইয়া এলাহী আতা করো ফহমে কামিল, হযরত পীরে কামেল সৈয়দ মুছা দুররে ছফা কি ওয়াস্তে।

২৩। ইয়া এলাহী আতা করো দর্জায়ে এনাবত, হযরত পীরে কামেল সৈয়দ হাছান বাগদাদী কি ওয়াস্তে।

২৪। ইয়া এলাহী দান করো ছবরও কেনায়াত, কুতুবে জমান সৈয়দ আহমদ জিলানী কি ওয়াস্তে।

২৫। ইয়া এলাহী আতা করো জুহদ ও ওরা হযরত পীরে কামেল শায়েখ বাহাউদ্দিন কি ওয়াস্তে।

২৬। ইয়া এলাহী আতা করো তাওয়াক্কুল ও রেজা, হযরত পীরে কামেল সৈয়দ ইব্রাহিম ইরজী কি ওয়াস্তে।

২৭। ইয়া এলাহী দূর করো হিরছ ও তমা, হযরত পীরে কামেল শায়েখ মুহাম্মদ ভিকারী কি ওয়াস্তে।

২৮। ইয়া এলাহী হেফাজত করো কিবরও রিয়াছে, হযরত পীরে কামেল শায়েখ জিয়া উদ্দিন কি ওয়াস্তে।

২৯। ইয়া এলাহী নাজাত করো ওজব ও কিনা ছে, হযরত পীরে কামেল শায়েখ জামাল আউলিয়া কি ওয়াস্তে।

৩০। ইয়া এলাহী আতা করো দিদারে এলাহী, হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ আউলিয়া কি ওয়াস্তে।

৩১। ইয়া এলাহী আতা করো দর্জা য়ে তছলিম, হযরত পীরে কামেল শাহ সৈয়দ আহমদ মারে হরবি কি ওয়াস্তে।

৩২। ইয়া এলাহী বাঁচাইয়া রাখ বোখল ও হারাম ছে, হযরত পীরে কামেল শাহ ফজলুল্লা হ মারে হরবি কি ওয়াস্তে।

৩৩। ইয়া এলাহী ফানা করো কাশফে বিজদানীছে, শাহ বরকতুল্লাহ (৩৪) শাহ আলে মোহাম্মদ, ৩৫) শাহ হামজা, (৩৬) শাহ আবূল ফজল আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া (৩৭) শায়খুল হাদিস শাহ আলে রাসূল আহমদী পীরানে কামেলান মারে হরবী কি ওয়াস্তে।

৩৮। ইয়া এলাহী দান করো মাকামে ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ আলা হযরত আজিমূল বারাকাত তাজুশ শরিয়ত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে জামান হযরত শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরেলী কি ওয়াস্তে।

৩৯। ইয়া এলাহী নছীব কর বেলায়েতে লাতায়েফ (ক) মালাকুল উলামা জফরউদ্দিন বিহারী (খ) হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজাখাঁন (গ) মুফতিয়ে আ'জম হিন্দ মোস্তফা রেজাখাঁন কি ওয়াস্তে।

৪০। ইয়া এলাহী ফজল করো বতোয়েলে মুরশিদী, (ক) সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আলমাদানী, (খ) সৈয়দ আহমদ আলী রেজভী চিশতী আজমিরী কি ওয়াস্তে।

৪০। ইয়া এলাহী আতা করো রিজকে ওয়াফির বতোফায়েলে মুরশিদী হযরত রায়হান রেজাখাঁন কাদেরী বেরেলী কি ওয়াস্তে।

৪১। ইয়া এলাহী রহম করো বতোফায়েলে মুরশিদী, হযরত ছোবহান রেজাখাঁন কাদেরী বেরেলী কি ওয়াস্তে।

৪২। ইয়া এলাহী সিরাজনগরী কি এ ইলতেজা, জিছনে এ শাজরা পড়হা আওর ছুনা, বখ্শদে ছবকো তো জুমলা পেশওয়া কি ওয়াস্তে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তওবায়ে নাছুহা

প্রত্যেহ এক বা একাধিকবার তাওবা করবেন। নিজে নিজে অথবা মুর্শিদকর্তৃক তওবার ইজাজতনামাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা। সুযোগ নছীব হলে নিজ পীর ও মুর্শিদকর্তৃক তওবা করার অভ্যাস করে নিবেন।

তওবা করার পদ্ধতি

(ছালেকীন নিজে নিজে বলবে)

আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ রাসূলের উপর। আমি ঈমান আনলাম কোরআন ও হাদীসের উপর। আল্লাহপাক কালামে পাকের আয়াতে কারীমার যে ভাবার্থ বা মুরাদ নিয়েছেন সে মুরাদের উপর ঈমান আনলাম। রাসূলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীসশরীফের যে ভাবার্থ বা মুরাদ নিয়েছেন সেই মুরাদের উপর ঈমান আনলাম। আমি সকল বাতিল দ্বীনের উপর বেজার হলাম। আমি আমার ঈমান তাজা করলাম।

উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ এক তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও আল্লাহর রাসূল।

(তারপর বলবেন) হে আল্লাহ! আমি তওবা করছি জীবনের সমস্ত গোনাহ হতে। হে আল্লাহ জানা অজানা সগিরা-কবিরা, প্রকাশ্যে-গোপনে, বুঝে-না বুঝে যত গোনাহ করেছি, জীবনের সমস্ত গোনাহকে তোমার শাহানশাহী দরবারে হাজির করে তওবা করছি। আমাদের তওবাকে কবুল করে নিন। জীবনের সমস্ত গোনাহ-খাতাকে মাফ করে দিন।

অতঃপর 'ছাইয়্যিদুল ইস্তেগফার' পড়বেন

سيدا لاستغفار (সায়্যিদুল ইস্তেগফার)

ভাবার্থঃ আল্লাহর তুমি আমার প্রভু! তুমি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা।আমি আমার সাধ্যনুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।
কেননা, তুমি ব্যতীত অপরাধরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

ফজিলতঃ বোখারী শরীফ ২য় জিলদের ৯৩৬ পৃষ্ঠা ও মিশকাতশরীফের ২০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

নূরনবী সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি উপরোক্ত সায়্যিদুল ইস্তেগফারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে রাতের বেলায় পাঠ করে অতঃপর ঐ রাতেই মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। আর যদি সকাল বেলা পাঠ করে আর ঐ দিনেই মারা যায় তাহলেও সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।

আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে তওবা করবে আলাহতায়ালা তার সমস্ত অসুবিধা দূর করে দিবেন এবং তাকে এত বেশি পরিমাণ সম্পদ দান করবেন যা সে কল্পনা করতেও পারে না।

তওবা ব্যতিরেকে ইবাদত বন্দেগী সহিহ-শুদ্ধ হয় না। পীরে কামেল মাখদুম সৈয়দ আলী হুজুবিরী উরফে হযরত
দাতাগঞ্জ বখ্শ রাদিয়ালাহু আনহু তদীয় 'কাশহুল মাহজুব' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন– ইমাম জাফর বিন মোহাম্মদ ছাদেক রাদিয়ালাহু আনহু এরশাদ করেছেন–

w Y W [T
g
Y T g W U
x

অর্থাৎ তওবা ব্যতিত ইবাদত বন্দেগী সহিহ-শুদ্ধ হয় না। এজন্য আলাহতায়ালা কালামেপাকে ইবাদতের পূর্বেই তওবা উল্লেখ করেছেন। সতরাং আলাহতায়ালা নিজেই এরশাদ করেন– আলাহর শাহানশাহী দরবারে তওবাকারীরাই ইবাদতকারীরূপে গণ্য হয়ে থাকে। কেননা তওবা হল সর্বস্তরের ইবতেদা বা প্রথম উবুদিয়ত বা বন্দেগী হল তারই সর্বশেষ স্তর।

আল্লাহতায়ালা যখনই গোনাহগার বান্দাদের উল্লেখ করেছেন তখনই তওবার নির্দেশের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহতায়ালা নিজেই এরশাদ করেছেন–

توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ আল্লাহতায়ালার শাহানশাহী দরবারে সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা কর।

অপরদিকে যখনই আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীব সায়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেছেন তখন উবুদিয়ত ও বন্দেগীর দ্বারা তাঁর হাবীবের উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহতায়ালার বাণী–

فاوحى الى عبده ما اوحى

অর্থাৎ 'আমি আমার প্রিয় খাস বান্দার উপর যে ওহী নাজিল করতে পছন্দ করি তাই নাজিল করে থাকি।'

উপরের দলিলভিত্তিক আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, আল্লাহর শাহানশাহী দরবারে তওবা করা ইবাদতের প্রথম স্তরের মধ্যে গণ্য। কারণ তওবা করলেই ইবাদতের প্রেরণা জন্মে এবং একজন ঈমানদার উবুদিয়ত ও বন্দেগীর মাধ্যমে একজন কামেল ওলীর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হয়। এজন্যই সদা সর্বদা তওবা করার অভ্যাস করে নিতে হবে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে মীর আব্দুল ওয়াহিদ বুলগেরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু তদীয় سبع سنابل شريف নামক কিতাবে উল্লেখ করেন–

অর্থাৎ ' (ক) হক্বানী পীর ও মুর্শিদের মাধ্যমে জীবনের সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করা এবং স্বীয় অপরাধের ওজরখাহী আল্লাহতায়ালার শাহানশাহী দরবারে পেশ করে আল-াহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করার এরাদা করাকে মুরিদ বলা হয়ে থাকে।

(খ)মুরিদী অর্থাৎ গোনাহ থেকে তওবা করা এবং শরিয়তের বিপরীত কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করাকেই মুরিদ বলা হয়ে থাকে।

(গ) কেননা ঈমানদারগণ অবশ্যই সদাসর্বদা তওবা করার অভ্যাস করতে হবে। এজন্য যে, তওবা ব্যতিরেকে দ্বীন ইসলাম ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে।

সুতরাং একান্তই প্রয়োজন, এমনকি ঈমানদারের জন্য ফরজে আইন বা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।'

উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ঠভাবে প্রমাণিত হল, প্রত্যেক ঈমানদার মসলমানের জন্য হক্বানী পীর ও মুর্শিদের মাধ্যমে তওবা করা একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে হক্বানী পীর ও মুর্শিদের উসিলার মাধ্যমে আলাহর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের কাছে বায়আতে রাসূল গ্রহণ করা সুন্নত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামায

তাহাজ্জুদের নামায

যে সকল নামায রাতে এশার নামাযের পর আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল লাইল বা রাতের নামায বলা হয়। এই নামাযের অনেক ফজিলত ও গুরুত্ব রয়েছে।

এশার নামাযের পর নিদ্রা হয়ে যে সকল নামায আদায় করা হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। (তিবরানীশরীফ)

তাহাজ্জুদের নামায কমপেক্ষে দুই রাকাত আদায় করবেন। ছহকারে কায়েনাত সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে আট রাকাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। (বাহরে শরিয়ত)

কেউ কেউ বারো রাকাতও আদায় করেছেন।

এই নামায যে কোন সূরা দ্বারা আদায় করা যায়। তবে সম্ভব হলে লম্বা বা কোরআনশরীফের যত আয়াত মুখস্ত আছে তা পাঠ করে নেবেন।

সহজ পদ্ধতি হল সূরায়ে ফাতেহার পর প্রতি রাকাতে তিনবার করে সূরায়ে এখলাস পাঠ করবেন। তাতে প্রতি রাকাতে এক মর্তবা কোরআনশরীফ খতম করার সওয়াব লাভ হয়।

ফজিলত: হযরত আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন– ঐ সকল পুরুষলোকের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে, যারা রাতে নিজে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং আপন বিবিকে (পরিবারের
লোকদিগকে) উঠিয়ে নামায পড়ায়। যদি তারা উঠতে না চায়, তবে তাদের মুখে পানি ছিটিয়ে উঠায়।

আর ঐ সকল স্ত্রীলোদের উপর আল্লাহররহমত বর্ষিত হবে, যারা রাতে উঠে নিজে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং আপন স্বামীকে (পরিবারের লোকদিগকে) উঠিয়ে নামায পড়ায়। যদি তারা উঠতে না চায়, তবে তাদের মুখে পানি ছিটিয়ে উঠায়। (আবুদাউদ)।

অন্যত্র রয়েছে তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারীর নামাযকে গোরের চাঁদ বলা হয়। তাহাজ্জুদের নামায মুমিনদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। (ফয়জানে সুন্নত)।

তাছাড়া তাহাজ্জুদের নামাযের আরো অসংখ্য ফজিলত রয়েছে।

এশরাকের নামায

এশরাকের নামায সুন্নাতে যায়েদা। তা দুই রাকাত করে মোট চার রাকাত, অন্যান্য সুন্নাতু নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়।

তবে হাজতপূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নিয়মে পড়তে হবে।

প্রথম রাকাতে সূরা ওয়াশশামছি।

দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ওয়াল লাইলী।

তৃতীয় রাকাতে সূরা ওয়াদ দোহা।

চতর্থ রাকাতে সূরা আলাম নাশরাহ।

এশরাকের নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর থেকে দুই ঘন্টা পযর্ন্ত স্থায়ী থাকে।

ফজিলত: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করে আল্লাহপাকের জিকিরে মশগুল থাকে এবং সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট পর চাররাকাত এশরাকের নামায পড়বে,

তার আমলনামায় একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লেখা হবে। (বাহরে শরিয়ত)।

চাশতের নামায (সালাতুত দোহা)

চাশতের নামায সুন্নত। তা কমপক্ষে দুই রাকাত পড়তে হবে। তবে ১২ রাকাত পড়াই উত্তম। এশরাকের নামাযের পর থেকে দ্বিপহরের পূর্বপর্যন্ত চাশতের নামাযের ওয়াক্ত থাকে।

ফজিলত: হযরত বোরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিবি বলেন– আমি রাসূলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের মধ্যে ২৬০টি গ্রন্থি (জোড়া) রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক জোড়ার পরিবর্তে একটি সদকা করা আবশ্যক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল, এ সাধ্য কার আছে? তিনি এরশাদ করলেন মসজিদ থেকে থুথু অর্থাৎ আবর্জনা পরিস্কার করা একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি সদকা। যদি এগুলো করার সুযোগ না পাও, তবে চাশতের
দুই রাকাত নামাযই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। (আবদু াউদ)।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামএরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ১২ রাকাত চাশতের নামায পড়বে, আল্লাহতায়ালা তার জন্য বেহেশতে স্বর্ণের একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (তিরমিজী)।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন– রাসূলেপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাযের যথাযথ

সংরক্ষণ করবে তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (মিশকাতশরীফ)

সালাতুল আউয়াবীন

আউয়াবীন নামাযের ওয়াক্ত মাগরিবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতের পর হতে এশার ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। এই নামায কমপক্ষে ৬ রাকাত এবং ঊর্ধ্বে ২০ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। বিভিন্ন হাদীসশরীফে এর প্রমাণ রয়েছে।

ফজিলত: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– নবীপাক সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ২০ রাকাত নামায পড়বে আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে একখানা ঘর নির্মাণ করবেন। (তিরমিজীশরীফ)।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত আউয়াবীনের নামায পড়বে সে বারো বৎসরের ইবাদতের সমান সওয়াব লাভ করবে। (তিরমিজীশরীফ)।

সালাতুছ তাছবীহ- এর রামায

ইহা চার রাকাত বিশিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায। এ নামাযে প্রতি রাকাতে

(ছোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার) তাছবিহখানা ৭৫বার করে পাঠ করত: সমস্ত নামাযে সর্বমোট ৩০০ বার পাঠ করা হয় বলে এর নাম হয়েছে 'ছালাতুছ তাছবীহ' বা তাছবীহর নামায।

ফজিলতঃ এ নামাযের ফজিলত বর্ণনাতীত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তার প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লা হু তায়ালা আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন–
হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে এমন একটি আমল-কাজের কথা বাতলিয়ে দেব না? যা পালন করলে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার আগের জীবনের ও পরের জীবনের নতুন-পুরাতন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্যে ও গোপনীয়, সগিরা-কবিরা, সর্বপ্রকারের পাপ-গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। উত্তরে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লা হু আনহু বলেলেন হ্যাঁ নিশ্চয় বলুন!

তখন আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লা হু আনহুকে ছালাতুত তাছবীহর তালিম দান করলেন। অতঃপর আল্লাহর হাবীব আরো বললেন! চাচা আপনি যদি পারেন এ নামায প্রতিদিন একবার করে আদায় করুন, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক মাসে একবার করে আদায় করুন, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রতিবৎসরে একবার করে আদায় করুন। এও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃ জীবনে একবার হলেও আদায় করুন। তাই এ নামায প্রত্যেক ছালেকীনগণ নিয়মিত আদায় করার
চেষ্টা করবেন।

ছালাতুত তাছবীহ চার রাকাতের নিয়ত

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছালিয়া লিলাহি তা'য়ালা আরবায়া রাকআতি ছালাতুত তাছবিহ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি

তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

কাযা নামায

একজন মকুা ল্লফ বা শরিয়ত পালনের উপযোগী হওয়ার প্সর থেকে অর্থাৎ বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হতে দীর্ঘ দিনের যত ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজিব (বিতির) নামায আদায় করেনি, তা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ঘুমের দরুন কিংবা অলমসতার কারণে হোক, কম হোক বা বেশি হোক, এ জাতীয় অনাদায়ী নামাযকে শরিয়তের পরিভাষায়

কাযাউল ফাওয়াইত) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এসব অনাদায়ী নামাযকে পুনরায় আদায় করাকে আমাদের সমাজে উমরী কাযা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

মুমিন মুসলমানদের জন্য কাযা নামাযসমূহ অতি তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত। কেননা এ কথা কারো জানা নেই যে, মতুৃ কখন এসে পড়ে। কাজেই মত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, কোন ফরয কিংবা ওয়াজিব নামাযসমূহকে তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় করলে একে শরিয়তের পরিভাষায় (আদা) বলা হয়। আর এ প্রকারের ফরয, ওয়াজিব নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে যদি এসবকে আদায় করা হয়, তাহলে একে শরিয়তের পরিভাষায় (কাযা) বলা হয়। যেমন আসরের নির্ধারিত সময়ের ভিতর আসরের নামায আদায় করে নিলে একে

'আদা' বলা হবে এবং আসরের সময় চলে যাওয়ার পরে আসরের নামায পড়া হলে তাকে কাযা বলা হবে।

যে ব্যক্তির মাত্র এক থেকে ঊর্ধ্বে পাঁচ ওয়াক্ত তারতিব বা ধারাবাহিকতা তথা আগের ওয়াক্তের নামায আগে এবং পরের ওয়াক্তের নামায পরে অর্থাৎ প্রথমে ফজরের ফরয তারপর জুহরের ফরয এরপর যথাক্রমে আসর, মাগরিব ও এশার ফরযের ছুটে যাওয়া নামাযগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করে পরে উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে। যদি ওয়াক্তের নামাযের সময় এতই সংকীর্ণ হয় যে, অতীতের কাযা নামায আদায় করলে, ওয়াক্তের নামাযও ফৌত বা কাযা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা পূর্বের কাযা নামাযের কথা একবারেই স্মরণ না থাকলে এমতাবস্থায় পূর্বের কাযা নামায আদায় না করে ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে। এতে কোন দোষ নেই। তবে অতীতের কাযা নামাযের কথা যদি ওয়াক্তের নামায আদায়ের অভ্যন্তরে, সালাম ফিরানোর পূর্বে স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে ওয়াক্তের নামায ফাসিদে মওকুফ বলে গণ্য হবে। তারপর পূর্বের কাযা নামায আদায় করে, ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় ওয়াক্তের নামায আদায় করে নিতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন লোকের একাধারে পাঁচ ওয়াক্তের অধিক তথা ছয়, সাত, আট কিংবা ততধিক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে পড়ে, তার জন্য তারতিব অর্থাৎ ধারাবাহিকতার নিয়ম পালন করা জরুরি নয়, বরং সে লোক ঐ ছুটে যাওয়া নামাযসমূহের কাযা আদায় না করেও উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করে নিতে পারবে। পরে সুযোগ সময় মত উক্ত ছুটে যাওয়া কাযা নামাযগুলো আদায় করে নিতে হবে। অথবা আলস্যবশত কাযা নামায আদায়ে বিলম্ব করা শক্ত গোনাহ।

ওমরী কাযা নামাযের বিবরণ ও তা আদায়ের নিয়মাবলী

একদিনে পাঞ্জেগানা ফরয ১৭ রাকাআত এবং (বিতির) ওয়াজিব ৩ রাকাআতসহ মোট ২০ রাকাআত নামায পড়তে হবে। যথা ফজরের ২ রাকাআত, জুহরের ৪ রাকাআত, আসরের ৪ রাকাআত, মাগরিবের ৩ রাকআত, এশার ৪ রাকাআত ও বিতির (ওয়াজিব) ৩ রাকাআত। এরূপ মোট ২০ (বিশ) রাকাআত।

ফোকাহায়ে কেরাম বা ইসলামের আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন– যার জিম্মায় অতীতে অনেক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোন্ দিনের নামায তা স্মরণ নেই, সে ব্যক্তি ওমরী কাযা নামায আদায়কালে এভাবে নিয়ত করতে হবে।

কাযা নামাযের নিয়ত নিম্নরূপ

আমি আমার বিগত অনাদায়ী ফজরের নামাযসমূহের মধ্যে প্রথম যে ফজরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছে তা আদায় করার নিয়ত করলাম। এভাবে জুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও বিতির নামাযসমূহের অনাদায়ী প্রথম ওয়াক্তের কাযা নামাযের উল্লেখ করে নিয়ত করতে হবে। অন্যথায় কাযা নামায আদায় হবে না।

সালাতুল আসরার বা (নামাযে গাউছিয়া) পড়ার নিয়ম

ক) মাগরিবের সুন্নাতু নামায আদায় করার পর হাজত পূরণের নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায পড়বেন, প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহাশরীফের পর ১১বার সূরায়ে এখলাস পাঠ করবেন।

নামায আদায় করার পর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো অবস্থায় ১বার সূরায়ে ফাতেহাশরীফ ৭বার আয়াতুল কুরসি পাঠ করে নিম্নের দরূদশরীফ ১বার পাঠ করবেন।

• T i T U g g ‘ l T i U W i T l

তারপর মদিনাশরীফের দিকে মতুাওয়াজ্জা হয়ে (ধ্যান লাগিয়ে) ১১বার বলবেন–

[‘ U c I U r ~ Z U ‘ U c

তারপর বাগদাদশরীফের দিকে (উত্তর পশ্চিমকোণে) পূর্ণ আদব সহকারে এক এক করে এগার কদম চলবেন। অন্তরে এই খেয়াল বা ধারণা করবেন যেন আপনি স্বয়ং বাগদাদশরীফে উপস্থিত, মাজারশরীফ আপনার সামনে তথায় গাউছেপাক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিদ্রারত আছেন, তিনি যেন আপনাকে দেখছেন এবং তাঁর দয়ার উপর পূর্ণ আস্থা রাখবেন।

ক) প্রতি কদমে নিম্নলিখিত দোয়াসমূহ পাঠ করবেন।

~ g g T Z U ‘ U c cT I U

খ) ৩ বার পাঠ করবেন c T i T

গ)

U ‘ W • T i T

• t w T U] {

w :

ঘ)

[i f Z

h Z T

g ‘ i p ‘ T

i x WT ¿ U

তারপর মতলব বা উদ্দ্যেশ্য বলবেন এবং তিনবার আমীন বলবেন তারপর নিম্নের দরুদ ৩ বার পড়বেন–

U x T V i : g

কেঁদে কেঁদে অথবা কান্না র ভান ধরে দোয়া করবেন। এ নিয়মে ১১ কদম চলবেন। ইনশায়াল্লাহ স্বীয় হাজত পূর্ণ হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতিপয় সূরার ফজিলত

সূরায়ে ইয়াসিনশরীফের ফজিলত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভ করার নিমিত্তে রাতে সূরায়ে ইয়াসিনশরীফ পাঠ করবে আল্লাহতা'য়ালা তার ঐ রাতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। (মিশকাতশরীফ ১৮৯ পৃ.) (সুনানে দারেমীশরীফ ২য় জিল্‌দ ৪৫৭ পৃ.)

আতা বিন আবী রেবাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার নিকট হাদীসশরীফ পৌঁছেছে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে ইয়াসিন দিনের প্রথমভাগে তেলাওয়াত করবে, তার সকল হাজত পূর্ণ হবে। (সুনানে দারেমীশরীফ ২য় জিল্‌দ ৪৫৭ পৃ.)

তাফসিরে জালালাইনশরীফের হাশিয়া ৩৬৮ পৃষ্ঠার মধ্যে বায়জাভীশরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল-াহুআনহু থেকে একখানা হাদীসশরীফ নকল করা হয়েছে–

'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর 'কলব' রয়েছে, এবং কোরআনশরীফের কলব হচ্ছে 'সূরায়ে ইয়াসিনশরীফ'।

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে সূরায়ে ইয়াসিনশরীফ তেলাওয়াত করবে, আল্লাহতায়ালা তাকে মাফ করে দিবেন এবং দশ মরতবা কোরআনশরীফ খতম করার সওয়াব দান করবেন। (যে খতমে ইয়াসিন পাঠ করা হয়নি)

কোন মুসলমান মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে তার নিকট যখন মালাকুল মউত উপস্থিত হন, এমতাবস্থায় তার নিকট 'সূরায়ে ইয়াসিনশরীফ পাঠ করা হলে প্রত্যেক হরফের পরিবর্তে দশজন ফেরেশতা তার সামনে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া ও ইস্তেগফার করতে থাকেন এবং গোসল দেওয়ার সময় ফেরেশতাগণ তার নিকটে হাজির থাকেন, তার যানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেন, দাফনের সময়ও উপস্থিত থাকেন।

যদি কোন মূসলমানের সকরাতুল মউতের সময় তার নিকট সূরায়ে ইয়াসিনশরীফ পাঠ করা হয়, বেহেশত হতে রেদওয়ান ফেরেশতা, বেহেশতের সুসংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত মালাকুল মউত তার রূহ কবজ করবেন না। রূহ কবজের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি 'রাইয়ান' নামক বেহেশতে থাকবে। (হাশিয়ায়ে জালালাইনশরীফ- ৩৬০ পৃ.)

সূরায়ে ওয়াকেয়ার ফজিলত

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিরাতে 'সূরায়ে ওয়াকেয়া' তেলাওয়াত করবে সে কখনও অভাবগ্রস্ত থাকবে না। (মিশকাত ১৮৯ পৃ.) (তাফসিরে রূহুল মায়ানী ২৭ পারা ১২৮ পৃ.)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌রহাবীব এরশাদ ফরমান, সুরা ওয়াকেয়া হল ধনী হওয়ার সূরা, সুতরাং এ সূরাকে তেলাওয়াত করতে থাক এবং সন্তানগণকে শিক্ষা দাও।

হযরত দাইলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত বর্ণনাকারী হতে অন্য একখানা মারফু হাদীস বর্ণনা করেন–

'তোমাদের স্ত্রীগণকে 'সূরায়ে ওয়াকেয়া' শিক্ষা দাও, কেন না ইহা ধনী হওয়ার সূরা। (তাফসিরে রূহুল মায়ানী ২৭ পারা ১২৮ পৃ.)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনিন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল–

হযরত ওসমানগণি– আপনার অসুখটা কী?

হযরত ইবনে মাসউদ– আমার পাপসমূহই আমার অসূখ।

ওসমানগণি– আপনার বাসনা কী।

ইবনে মাসউদ– আমার প্রভুর রহমত কামনা করি।

ওসমানগণি– আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কী?

ইবনে মাসউদ– চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমানগণি– আমি আপনার জন্যে সরকারি বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কী?

ইবনে মাসউদ– এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমানগণি– উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মাসউদ– আপনি চিন্তা করছেন যে আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোড় নির্দেশ করেছি যে, তারা যেন প্রতিরাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করে। আমি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে সে কখনও উপবাস করবে না।

ইবনে কাসির এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

সূরায়ে কাহাফ এর ফজিলত

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনুহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর হাবিব রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন তার আপাদমস্তক এমনকি আসমান জমিন পর্যন্ত আলোকিত হবে, এবং দুই জুমুয়ার মধ্যবর্তী সময়ের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। (তাফসিরে দূররে মনসুর ৮ম জিল্‌দ ৩৫৬ পৃ.)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিনে সূরায়ে কাহাফ তেলাওয়াত করবে একসপ্তাহ পর্যন্ত সে ব্যক্তি সমস্ত ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে এমনকি দাজ্জালের ফিতনা থেকেও মাহফুজ বা বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। (তাফসিরে দুররে মনসুর ৮ম জিল্‌দ ৩৫৫ পৃ.)

মুসনাদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে মু'আযের রেওয়াতে আছে যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করবে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পযর্ন্ত একটি নূর হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সম্পর্ণূ সূরা তেলাওয়াত করবে তার জন্যে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নুর হয়ে যাবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পযর্ন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের দিন

আলো দেবে এবং বিগত জুমুয়া থেকে এই জুমুয়া পর্যন্ত তার সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

হাফেজ জিয়া মুকাদ্দাসী মুখতারাহ গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমুয়ার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, সে আটদিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকেব। (এসব রেওয়াত ইবনে কাসীর থেকে গৃহীত)

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে কাহাফের প্রথম তিন আয়াত তেলাওয়াত করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মাহফুজ থাকবে। (মিশকাতশরীফ ১৮৭ পৃ.)

সূরায়ে এখলাস, ফালাক ও নাস এর ফজিলত

হাদীসশরীফে সূরায়ে এখলাসের অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত আছে। এ সূরাকে কোরআনশরীফের এক তৃতীয়াংশের সম-মর্যাদাসম্পন্ন বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি এ সূরাটি তিনবার তেলাওয়াত করা হয়, তবে পূর্ণ কোরআনশরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। (তিরমিজীশরীফ ২য় জিল্‌দ ১১ পষ্ঠা)

এক ব্যক্তি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন– এ পবিত্র সূরার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা রয়েছে। হুজুর রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এর প্রতি ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে।' (তাফসিরে ইবনে কাসির ৪র্থ জিল্‌দ ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

বুখারী ও মুসলিমশরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানা মোবারকে তাশরীফ নিতেন, তখন আপন হাত মোবারক একত্রিত করে সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে এর মধ্যে ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত মোবারক মাথা মোবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর মোবারকে বুলাতেন, যতদুর হাত মোবারক পৌঁছত। এ আমল তিনবার করতেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির ৪র্থ জিল্‌দ ৫৭০ পৃষ্ঠা)

আবু দাউদশরীফ, তিরমিজীশরীফ ও নাসায়ীশরীফের এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে, এ আমল তাকে বালা মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। (ইবনে কাসির ৪র্থ জিল্‌দ ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

আমল করার নিয়ম নিম্নরূপ

প্রথমে ৩ বার পাঠ করবেন–

• ‘ i T U s x n

অতঃপর ১বার পাঠ করবেন

c i T X g TU

n T k gT T c Ti

•l U W: T [c TW i U W

w i i p i

I U l T

j q x i TT Z Tb W l l c

j

অল্প সময়ে ৪০ লক্ষ্য নেকি অর্জন করুন

তিরমিজী শরীফের দ্বিতীয় জিলদের ১৮৫ পৃষ্ঠায় হযরত তামিমে দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত– রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলিশান ফরমান হচ্ছে–

যে ব্যক্তি নিম্নের কালিমা তাইয়িবা দশবার পাঠ করবে, তার আমলনামায় ৪০ লক্ষ্য নেকি দান করবেন। (হাদীসখানা মুনকার হলেও আমলের জন্য প্রযোজ্য হবে)

T g c T T g c T U

T g c T T

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি জরুরি দোয়া

রোগী দেখার দোয়া

যে কোন প্রকারের রোগী অথবা বিপদগ্রস্ত লোকজনকে দেখলে নিম্নের দোয়া একবার পাঠ করবেন, ইনশায়াল্লাহ ঐ রোগ ও বিপদ থেকে আল্লাহপাক রক্ষা করবেন–

i] w r ~

r [

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আ ফানী মিমমাব তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানী আ'লা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফদ্বিলা।

'জিকরুর রেজা' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে আমা ইমাম আহমদ রেজাখাঁ ন রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি হর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসশরীফের উপরে আমল করে যত প্রকারের রোগী ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে দেখে উপরোক্ত দোয়া পড়েছি, আলহামদুলিল্লাহ ঐ রোগ থেকে আমি মাহফুজ বা নিরাপদ রয়েছি।

জানমাল হেফাজতের দোয়া

• U

যে ব্যক্তি সফরে বা ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে এই দোয়া ৭ বার পাঠ করবে, সে সর্বপ্রকার দূর্ঘটনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

যে ব্যক্তি সফর বা যাতায়ত অবস্থায় এই দোয়াকে নিজের সঙ্গে রাখবে, সে যানবাহনের যাবতীয় দূর্ঘটনা থেকে হেফাজত থাকবে।

যদি উক্ত দোয়া লিখে জিনিসপত্র অথবা ঘরে রাখা যায়, তবে উক্ত মালামাল চুরি হতে নিরাপদ থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি সকাল-বিকাল ১১বার উক্ত দোয়া পাঠ করে, তাহলে সে নিরাপদ অবস্থায় থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর সম্পদের মধ্যে বরকত দিবেন।

ভয়ানক স্বপ্ন রোধের আমল

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সূরায়ে ফালাক ৩বার, সূরায়ে নাস ৩বার এবং আয়াতুল কুরসি ৩বার পাঠ করবেন। আয়াতুল কুরসি পাঠকালে U t 'ও য়ালা c ইয়াউদুহু হিফজুহুমা' N অংশটুকু তিনবার পাঠ করে শুয়ে পড়বেন। ইনশায়াল্লাহ ভয়ানক স্বপ্ন হতে রক্ষা পাবেন।

নূতন কাপড় পরিধান করার দোয়া

যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে এই দোয়া পাঠ করবে এবং পুরাতন কাপড়টি দান করে দিবে, আলাহতায়ালা তার দোষত্রুটি ঢেকে আপন আশ্রয় ও হেফাযতে রাখবেন। (মিশকাতশরীফ– ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

W ¿ ' [T [i

[U

বাজারে প্রবেশকালে দোয়া

যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এই দোয়া পাঠ করবে তাকে আল্লাহ তায়ালা হাজারহাজার নেকী দান করবেন এবং হাজারহাজার গোনাহ মাফ করে দিবেন, কিয়ামতের দিনে হাজারহাজার উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করবেন। (মিশকাতশরীফ–২১৪ পৃষ্ঠা)

c g c

T R n ¿

w

বৈঠক থেকে উঠার দোয়া

যে ব্যক্তি এই দোয়া কোন বৈঠক হতে উঠার পূর্বে পাঠ করবে g উক্ত দোয়া ঐ বৈঠকের যাবতীয় বেহুদা কথাবার্তার কাফফারা হয়ে যাবে। (মিশকাতশরীফ–২১৪)

i | [l T Z T T

অযুর পর দোয়া T

যে ব্যক্তি অযুর পর এই কালেমা পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতে আটটি দরজা খোলা থাকবে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাতশরীফ– ৩৯ পৃষ্ঠা)

T g c T g n T

l i

খাওয়ার পর দোয়া

U

l

(আল আযকার– ২৪০)

খাওয়ার পর আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করার দোয়া

l U

l T

দোয়া কবুলের সহজ পন্থা

আল আযকার কিতাবের ৩৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে আল্লাহর হাবীব সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম নিজেই এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি c ৩T বার পাঠ করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতারা তাকে বলবে 'নিশ্চয় আল্লাহর অফুরন্ত রহমত তোমার সামনে এসে গেছে। তুমি আল্লাহর শাহানশাহী দরবারে তোমার মনের আবেগ মোতাবেক প্রার্থনা করতে থাক।

ইসমে গিয়াছ

l X w g

v s c S U '

[\ U {

উচ্চারণ: ইয়া গিয়াছী ইনদা কুলিকুরবাতিন ওয়া মুজিবী ইনদা কুল্লিদাওয়াতিন ওয়া মুনিছনী ইনদা কুলিওয়াহশাতিন ওয়া মায়াজী ইনদা কুল শিদ্দাতিন ওয়া রেজাই হীনা তানকাতিউ হিলাতী গিয়াছো।

ইসমে গিয়াছের আমল

ইছমে গিয়াছের দোয়া ১বার ৩বার ৭বার অথবা ৮৭বার পড়লে কোন কাজে অকৃতকার্য হবে না। বিশেষ করে এ আমল অন্যান্য আমলের মধ্যে তাছির বা কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

দুর্বল ও অত্যাচারিত ব্যক্তি ৯৯বার পড়লে এবং প্রত্যহ ৪০বার আমলে রাখলে আলাহপাক গায়েবী সাহায্য দান করে হেফাজত করবেন।

এই আমলের প্রথম ও শেষে ৯বার দরূদশরীফ পড়তে হবে।

দোয়ায়ে না'দে আলী

g ‘ [V S U ‘ x T i

¿ l i U [W W

w U

উচ্চারণ: বিছমিলাহির রাহমানির রাহীম, নাদে আলীয়ান মাজহার"ল আজাইবে তাজিদুহু আওনাল লাকা ফিননাওয়াইবে কুল হাম্মিন ওয়া গাম্মিন ছা ইয়ানজালি বিনাবুওয়াতিকা ইয়া রাছুলালাহি ওয়া বিবেলাইয়াতিকা ইয়া আলীউ ইয়া আলীউ ইয়া আলীউ।

নাদে আলীর আমল যারা করবেন অবশ্যই পূর্বে ও পরে এগারবার দরূদশরীফ পাঠ করবেন।

ইমামে আ'জম আবু হানিফা রাদিয়ালাহু আনহুর উস্তাদ ও পীর হযরত ইমাম জাফর ছাদেক রাদিয়ালাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাদে আলী দোয়ার আমল করার মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে।

নাদে আলী পাঠ করার নিয়মাবলী ও উপকারিতা

১। শত্র"কে তাবে বা অধিন করার ইচ্ছা থাকলে (শত্র"র) তাছাব্বুর বা আকৃতির খেয়াল করে ১৮ বার পড়তে হবে।

২। কোন কঠিন সমস্যাকে ত্বরান্বিতভাবে আয়ত্বে আনতে চাইলে দুই রাকাত নফল নামায হাযতের নিয়তে পড়বেন,

প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর তিনবার সূরায়ে এখলাছ পাঠ করে নামায শেষ করে তার সওয়াব শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাদা, মুশকিল কোশা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর রূহ মোবারকে বখশে দিবেন।

ইহার পর ৭০বার নাদে আলী পড়বেন। ইনশায়াল্লাহ ঐদিনই কমিয়াবি হাসিল হবে। একাধারে তিনদিন এরূপ আমল করবেন।

৩। শত্রু এবং অপরের উন্নতি দেখতে পারে না এমন ব্যক্তিবর্গের খারাপ সমালোচনা বন্ধ করার নিয়তে প্রত্যেক নামাযের পর দশবার পাঠ করবেন।

৪। প্রত্যেক জটিল সমস্যা নিরসনের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় কারার পর দণ্ডায়মান অবস্থায় নাদে আলী দোয়া ৪৪বার পড়বেন।

৫। লোকজনের মহব্বত লাভ করার জন্য উক্ত দোয়া ৪৭বার পাঠ করে নিজ হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরে হাত মুছে নিবেন, যে ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবেন সে ব্যক্তিই বাধ্য হবে।

৬। এই দোয়া ১৫বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে জ্বিন, আছিব, ইত্যাদির আছরপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর পানি ছিটিয়ে দিলে মুক্তি লাভ করবে।

৭। বিপদগ্রস্ত ও চিহ্নিত ব্যক্তি প্রতিদিন এক হাজার মর্তবা পবিত্র অবস্থায় পাঠ করলে আল্লাহর ফজল ও করমে সমস্ত চিন্তা দুরিভূত হবে।

৮। পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনসম্পদ ও ইজ্জত হুরমত লাভ করতে চাইলে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে ৫০০বার এই দোয়া পড়লে খোদার মর্জিতে কৃতকার্য হবে।

৯। পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনসম্পদ ও ইজ্জত হুরমত অর্জন করতে চাইলে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর এই দোয়া ৯১বার পাঠ করলে কিছুদিনের মধ্যেই কৃতকার্য হতে পারবে। অবশ্যই মরণপর্যন্ত এই আমল ঠিক রাখা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সময় ও জায়গা ঠিক রাখতে হবে। অপারগ অবস্থায় কোথাও সফরে গেলে জায়নামায সঙ্গে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১০। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার বা দর্শন লাভ করতে চাইলে পরিপূর্ণ পবিত্রতার সাথে এশার নামাযের পর নাদে আলী ৫০০বার এবং পূর্বে ও পরে একশতবার দরূদশরীফ পাঠ করে অযুর সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বেন। ইনশায়াল্লাহুল আজিজ এই রাতেই নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দিদার লাভ করতে পারবে। (আমালে রেজা ও শময়ে শবিস্তানে রেজা দ্র.)

এছাড়া নাদে আলী দোয়ার আরও উপকারিতা রয়েছে।

নাদেআলী শরীফের খতম আদায় করার নিয়ম

১ম খতম ১২০০০ (বারহাজার) বার

২য় খতম ৬০০০ (ছয়হাজার) বার

৩য় খতম ৩০০০ (তিনহাজার) বার

৪র্থ খতম ১৫০০ (পনেরশত) বার

মোট= ২২৫০০ (বাইশহাজার পাঁচশত) বার।

খতম আরম্ভ করার পূর্বে ১১বার দরূদশরীফ পাঠ করে নাদে আলী পড়তে আরম্ভ করবেন এবং পড়া বন্ধ করার সময়ও ১১বার দরূদশরীফ পড়বেন। তারপর যতবার পাঠ করলেন তা লিখে রাখবেন। এভাবে হিসেব করে উপরোক্ত চারটি খতম আদায় করবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নালাইনশরীফ

না'লাইনশরীফ কী

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা মোবারককে নালাইনশরীফ বলা হয়। সেই নালাইনশরীফের আকৃতি বা নমনুা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসশরীফে উল্লেখ রয়েছে। তাই যুগে যুগে আউলিয়ায়ে কেরামগণ সেই নালাইনশরীফের (তিমসাল) বা নকশা তৈরি করে নিজেরা ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছেন এবং মসলু মানদেরকেও বিপদ আপদে তার ওসিলা গ্রহণ করার নসিহত করেছেন। অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম উহার ফজিলত সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব ও বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেজ আল্লামা আহমদ মকুরি তিলমিসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার প্রণীত কিতাবের নাম ফতহুল মু'তাআল ফি মদহে খাইরিন নি'আল।

স্ক্যান হবে

নালাইন শরীফের ফজিলত

উক্ত কিতাবে হাফেজ তিলমিসায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের ব্যাপারে একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, আমার একবার সমুদ্রে ভ্রমণের সুযোগ হল। সফরে সাগরের এমন ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিল যে জাহাজের যাত্রীদের সবার জীবন ধবংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম এবং মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছিলেন। আমি এ মোবারক নকশাটি জাহাজের নাবিকের কাছে দিয়ে বললাম, আপনি এ মোবারক নকশার উসিলা দিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। ঠিক এ মোবারক নকশার উসিলায় আল্লাহ তায়ালা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে বিপদমুক্ত করে দিলেন।

হযরত ইমাম আবুল খায়ের মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল যাজরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ফজিলত সম্পর্কে যে কবিতা রচনা করেছেন নিম্নে সেই কবিতাটি অর্থসহ পদত্ত হল–

W l I U

W T ¿

W [T x r fTT

g wU b U c~ pw wIZg W

অর্থাৎ হে নবীজীর পাদকু র নকশা মোবারকের অন্বেষণকা রী তুমি এ নকশা পাওয়ার পথ অবশ্যই খুলে গেছ।

তুমি এ মোবারক নকশাটিকে মাথার উপর ধারণ কর ও তার প্রতি বিনয়ী হও এবং বারবার চুমু খাও এবং অধিক পরিমাণে বিনয় প্রকাশ কর।

যে ব্যক্তি নবীজীর প্রতি প্রকৃত মহব্বত রাখে সে যেন তার দাবি সম্পর্কে অবশ্যই দলিল পেশ করে।

সহীহ বোখারীশরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাছতালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বরচিত মাওয়াহিবে লাদুনিয়া নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় তার ফজিলত সম্পর্কে বলেন–

T [i W

Y W { X U | W U T

T g l U c

¿ i l [

s T U

অর্থাৎ আবুল কাসেম বিন মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নালাইনশরীফের পবিত্র নকশার পরীক্ষিত বরকত এই, যে ব্যক্তি তা নিজের কাছে রাখবে, সে ব্যক্তি জালিমের জুলুম হতে, দুষমনের দুষমনী হতে শয়তানের শয়তানী হতে এবং হিংসুকের হিংসা হতে নিরাপদ থাকবে। গর্ভবতী নারী প্রসববেদনার সময় এ মোবারক নকশাটিকে ডান হাতে ধারণ করলে আল্লাহর রহমতে তার মুশকিল আসান হবে।

আল্লামা জারকানী রাদিয়াল্লাহু আনহু শরহে মাওয়াহিব নামক কিতাবের ৫ম খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় নালাইনশরীফের পবিত্র নকশার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন–

ا لتمثاا لثر منا ثاا رلمصطفى

اذ ه অর্থাৎ এই তিমসাল বা নকশা মোবরক নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিদর্শন চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ আলা হযরত আল্লামা ইমাম শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া' নামক কিতাবে

আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ানে এজামের বর্ণিত ফাজায়েল সম্পর্কে যা লিখেছেন নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

১। যে ব্যক্তি নালাইন শরীফের নকশাকে তাবাররুক হিসেবে নিজের কাছে রাখবে, সে জালিমের জুলুম হতে শয়তানের কুপ্রভাব হতে, হিংসুকের খারাপ দৃষ্টি হতে নিরাপদ থাকবে।

২। গর্ভবতী নারী প্রসববেদনার সময় এ নকশা মোবারক ডান হাতে রাখলে আল্লাহর রহমতে তার কষ্ট সহজে কেটে যাবে।

৩। এ নকশা মোবারক যার কাছে সর্বদা রাখবে, সে ব্যক্তি সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় থাকবে। তার স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জিয়ারত নসিব হবে অথবা রওজাশরীফ জিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করবে।

৪। যে লস্কর বা সৈন্যবাহিনীতে এ মোবারক নকশা সাথে থাকবে আল্লাহর ফজল ও করমে তারা পরাজিত হবে না। যে কাফেলায় এ নকশা মোবারকটি থাকবে সে কাফেলা কখনো লুণ্ঠিত ও বিপদগ্রস্ত হবে না এবং সহীহ সালামতে থাকবে।

৫। যে জাহাজে বা নৌকায় এ নকশা মোবারক থাকবে সে জাহাজ বা নৌকা কখনও ডুবে যাবে না।

৬। যে বস্তু বা সম্পদের মধ্যে এ নকশা মোবারকখানা থাকবে, সে বস্তু বা সম্পদ চোর বা ডাকাতের হামলা হতে নিরাপদ থাকবে।

৭। যে কোন হাজত বা প্রয়োজনে এ মোবারক নকশাটিকে উসিলা হিসেবে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তায়ালা সে মকসুদ অবশ্যই পূর্ণ করবেন। (ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া ১০ম খণ্ড ১১৮ পৃষ্ঠা)

নালাইনশরীফের নকশার উসিলা এভাবে গ্রহণ করবেন। এ নকশা মোবারক আদব সহকারে আপন মাথার উপর রাখবেন এবং অনুনয় সহকারে আল্লাহ্ দরবারে দোয়া করবেন, হে আল্লাহ! যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জতু মোবারকের আকৃতি মাথায় নিয়েছি আমি তাঁর নগণ্য একজন গোলাম। হে আল্লাহ! এ গোলামীর সম্পর্কের দিকে কৃপাদৃষ্টি করে পবিত্র জতু মোবারকের নকশা এর বরকতে আমার অমুক উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

অতঃপর জতু মোবারকের নকশাখানা মাথা থেকে নামিয়ে স্বীয় চেহারায় মালিশ করবেন এবং ইহাকে অধিকভাবে চুম্বন দিবেন। ইনশাল্লাহ নেক মকসুদ হাসিল হবে।

নবম পরিচ্ছেদ

কাসিদায়ে গাউছিয়াশরীফ

কাসিদায়ে গাউছিয়াশরীফ কী

হুজুর সায়্যিদুনা গাউসুল আ'জম মাহবুবে সোবহানী কুতুবে

খতমে খাজেগান

১। বিসমিল্লাহর সাথে সরূ য়ে ফাতিহা ৭ বার।

২। দরূদ শরীফ ১০০ বার।

৩। বিসমিল্লাহর সাথে সরূ য়ে আলাম নাশরাহ ৭৯ বার।

৪। বিসমিল্লাহর সাথে সরূ য়ে এখলাস ১০০১ বার।

৫। বিসমিল্লাহর সাথে সরূ য়ে ফাতিহা ৭ বার।

৬। দরূদ শরীফ ১০০ বার।

৭। ১০০ বার– Z U ‘ U (ইয়া কাদিয়ালT হাজাত) r U

৮। ১০০ বার– Z UT (ইয়া কাফিয়াUল মুহিম্মাত) U

৯। ১০০ বার– يارفعالدارجات (ইয়া রাফিআদ দারাজাত)

১০। ১০০ বার– يامجيبالدعوتا (ইয়া মুজিবু দাদ দাওয়াত)

১১। ১০০ বার– يامسببالاسباب (ইয়া মুছাব্বিবাল আছবাব)

১২। ১০০ বার– يامفتحالابوبا (ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব)

১৩। ১০০ বার– ياشافىالامرضا (ইয়া শাফিয়াল আমরাদ)

১৪। ১০০ বার– يادفعالبليات (ইয়া দাফিআল বালিয়্যাত)

১৫। ১০০ বার– ياحلالالمشكلات (ইয়া হাল্লাল মুশকিলাত)

১৬। ১০০ বার– يارحمالراحمين (ইয়া আরহামার রাহীমিন)

১৭। ১০০ বার– : (Tইয়া Uআল্লাহ)

গাউছেপাক বড়পীর (রা.)'র পবিত্র ১১ নাম মোবারক

কোন বৈধ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য হযরত গাউছুল আ'জম সৈয়দ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) 'র ১১ নাম ফজরের নামাযের পর ১১ বার পাঠ করার রীতি খান্দানে গাউছিয়া থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে ইহা একটি পরিক্ষিত আমল।

গাউছেপাকের নাম মোবারক

১। السيد محى الدين امر الله
আস ছাইয়্যাদু মুহিউদ্দিন আমরুল্লাহ।
২। الشيخ محى الدين فضل الله
আস শাইখু মুহিউদ্দিন ফাদলুল্লাহ।
৩। الولى محى الدين امان الله
আউলিয়া মুহিউদ্দিন আমানুল্লাহ। ৪।
مسكن محى الدين نور الله
মিসকিন মুহিউদ্দিন নূরুল্লাহ।
৫। غوث محى الدين قطب الله
গাউছু মুহিউদ্দিন কুতুবুল্লাহ।
৬। سلطان محى الدين سيف الله
সুলতান মহিউদ্দিন সাইফুল্লাহ।
৭। خواجه محى الدين فرمان الله
খাজা মহিউদ্দিন ফারমানুল্লাহ।
৮। مخدوم محى الدين برهان الله
মাখদুম মহি উদ্দিন বুরহানুল্লাহ। ৯।
وردیش محى الدين ايت الله
দরবেশ মহি উদ্দিন আয়াতুল্লাহ।
১০। بادشاه محى الدين غوث الله
বাদশা মহিউদ্দিন গাউছুল্লাহ। ১১।
فقير محى الدين مشاهد الله
ফকির মহিউদ্দিন মোশাহিদুল্লাহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জিকিরের আলোচনা

জিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত

জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা আলোচনা করা, ইসলামের পরিভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের স্মরণ, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদিকে জিকির বলে।

পবিত্র কোরআন মজিদে বহু আয়াতে কারীমায় জিকিরের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

فاذكرونى اذكركم

তোমরা আমার জিকির কর আমিও তোমাদের জিকির করব।

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরে কলবে শান্তি আসে।

অনুরূপ পবিত্র হাদীসশরীফে বহু জায়গায় জিকির ও তার ফজিলত সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমি কি তোমাদেরকে আমলের মধ্যে যা শ্রেষ্ট, তোমাদের প্রভুর নিকট যা সবচেয়ে পবিত্র, যা তোমাদের মর্যাদা দানে সর্বাপেক্ষা অধিককার্যকরী, যা স্বর্ণ- রৌপ্য দানের চেয়ে অধিক পুণ্যময় এবং যা শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে শত্রু শির ছেদন ও নিজ শিরদানের চেয়ে ভাল এমন আমল শিক্ষা দেব না? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন জি হ্যাঁ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তা আল্লাহর জিকির। (তিরমিজীশরীফ)

হাদীসশরীফে রয়েছে যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর জিকির করতে বসে তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে সম্মানসচকূ তাওয়াফ করতে থাকেন। রহমত তাদেরকে ঘিরে রাখে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহপাক তার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের সঙ্গে তাদের আলোচনা করেন। (মুসলিমশরীফ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান মানুষের কলবে নিবিষ্ট হয়ে তাকে, যখন মানুষ জিকির করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আবার যখন সে গাফেল হয়, তখন ওয়াসওয়াসা দিতে আরম্ভ করে। (বোখারীশরীফ)

হাদীসশরীফে রয়েছে– তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির কর, এমনকি লোকে তোমাদিগকে পাগল বলকু। (আহমদ) নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, বস্তুত কলব পরিষ্কারের যন্ত্র আল্লাহর জিকির। মানুষকে আল্লাহ আজাব হতে রক্ষা করতে আল্লাহর জিকির হতে বড় আর কিছুই নেই। (বায়হাকী)

তাছাড়া জিকিরের দ্বারা নিম্নলিখিত ফায়দা হাসিল হয়।

১। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।
২। অন্তর চিন্তামুক্ত হয়।
৩। অন্তরে আনন্দ আসে।
৪। অন্তর ও চেহারা আলোকিত হয়।
৫। শয়তান দূর হয়।
৬। রিযিক বৃদ্ধি হয়।
৭। আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।
৮। আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৯। আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসা অর্জন হয়।

সজোরে জিকির করার তাৎপর্য

'আল কাউলুল জামিল' কিতাবে রয়েছে, ফজর ও আসরের (অথবা মাগরিবের) পর তরিকতপন্থী গণ হালকা বাঁধিয়ে (চক্রাকারে) আল্লাহর তা'য়ালার জিকির করলে এত বেশি উপকার হবে সে একাকী নির্জনে করলে তদ্রূপ হওয়ার সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, হে তরিকতপন্থী এ সমস্ত জরব ও সজোরে জিকির শর্ত করার তাৎপর্য কী এবং তার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করাই বা সাথকর্তা কোথায়?

উত্তরে বলব, নানাদিকে মনোনিবেশ করা, নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করা এবং বিবিধ চিন্তায় লিপ্ত থাকা মানবিক স্বভাব বা চরিত্র। তরিকতের বজুর্গগণ উপরোক্ত বিষয়বস্তু হতে অন্তরকে ফিরিয়ে বাহ্যিক কল্পনাসমূহ যাতে অন্তরের উদয় হতে না পারে এমনকি সালেক নিজকে পর্যন্ত ভুলে গিয়ে নিজের ধ্যান ধারণাকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখতে পারে তার জন্য বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই তরিকার প্রবর্তন করেছেন। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু আলকাউলুল জামিলের হাশিয়ায় বর্ণনা করেছেন তরিকতের ইমামগণ নির্দিষ্ট জিকিরের নানা প্রকার বৈঠক ও প্রণালী এ জন্য নির্ধারণ করেছেন, এতে কয়েকটি গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, যা পবিত্রাত্মা খোদাতত্ত্ববিদ আলেমগণই বুঝতে সক্ষম। এ গুপ্ত রহস্য অর্জনের জন্য তারা স্থান বিশেষ কোন কার্যে ইন্দ্রিয় সংযম, কোথাও একাগ্রতা রক্ষা, আবার কোথাও মনের স্থিরতাসাধন এবং অন্তর হতে ওয়াসওয়াসা দূর করে খোদার প্রতি একাগ্রতা বৃদ্ধি, আবার কোথাও এবাদতে আনন্দ লাভের ব্যবস্থা করেছেন।

এজন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন, কারণ ইহা দোযখীদের আলামত। উপরন্তু এতে অলসতা ও নিরানন্দভাব জাগ্রত করে যা এবাদত বন্দেগীর পরিপন্থী।

উপরোক্ত নিয়মে জিকির শরিয়তের খেলাপ কার্য বলে ধারণা করা কিছুইতেই সঙ্গত নয়। নাহু-সরফ ইত্যাদি আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কোরআন সুন্নাহর বিধি না হলেও তা কোরআন হাদিস পাঠের প্রধান সম্বলস্বরূপ, তাই তা দোষণীয় নয়। তদ্রূপ জিকিরের উক্ত নিয়মাবলী খোদা তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের একপ্রকার সম্বল, কাজেই ইহাকে শরিয়তবিরোধী বা বিদআত বলা যায় না।

আলকাউলুল জামিল কিতাবের মর্মে জানা যায় যে, কাদেরিয়া তরিকার জলি জিকির করতে করতে সালেকের উপর যখন তার চিহ্ন দেখা যাবে এবং তার মধ্যে জিকরে জলীর নূরসমূহ প্রকাশিত হবে তখন তাকে জিকরে খফীর আদেশ দেবে।

জিকরে জলীর প্রতিক্রিয়ার অর্থ সালেকের উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহপাকের নাম দ্বারা আরম্ভ করা অন্তরে শান্তি আনা, পার্থিব বস্তুর মমতা ছিন্ন হয়ে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি হওয়া ও অন্তরের বাজে ওয়াসওয়াসা দুরীভূত হয়ে অন্তরে স্থিরতা আসা।

যদি কেহ পূর্বে বর্ণিত শর্তাবলী পূর্ণ করে প্রতিদিন চারহাজারবার কাদেরিয়া তরিকার ১/২/৩/৪ জরবী আল্লাহ নামের জিকির যথাক্রমে দুইমাস করতে থাকে, সে তরিকতের দিক দিয়ে দুর্বল থাকলেও খোদার ফজলে তার ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে দেখতে সক্ষম হবে।

খাতরাত

উল্লেখ্য যে, মানুষের অন্তরের খাতরাত চারভাগে বিভক্ত। যথা

১ম– খাতরাতে শয়তানী। তা রাগ, হিংসা, অহংকার, ও শত্রুতার কারণ।

২য়– খাতরাতে নাফসানী। তা কামোৎপাদক ও ভালবস্তু খাওয়া-পরার এবং ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জন্মায়।

৩য়– খাতরাতে মালাকী। তা আরাধনা ও নেক কাজের প্রবৃত্তি জন্মে।

৪র্থ– খাতরাতে রাহমানী। তা খোদার প্রেমাকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে।

জিকিরকালীন জরব দেওয়ার ২য় কারণ এই যে, জরবের ফয়েজকর্তৃক উপরোক্ত খাতরাতসমূহ সংশোধন হয়ে থাকে যথা ১ম জরবে খাতরাতে শয়তানী, দ্বিতীয় জরবে খাতরাতে নাফসানী দূরীভূত হয়। তৃতীয় জরবে খাতরাতে মালাকী
হাসিল হয় এবং চতুর্থ জরবে খাতরাতে রাহমানী সিদ্ধ হয়ে থাকে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় খফি জিকির ও মোরাকাবার বর্ণনা করা সম্ভব হল না। আমার লিখিত তরিকতদর্পন বইয়ে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

চার তরিকার লতিফাসমূহের বর্ণনা

আউলিয়ায়ে কেরামগণ জিকির আযকার করার বিভিন্ন নিয়ম কানুন আবিষ্কার করেছেন। তন্মধ্যে তরিকায়ে কাদেরিয়া, তরিকায়ে চিশতিয়া, তরিকায়ে নকশেবন্দীয়া ও তরিকায়ে মোজাদ্দেদীয়া প্রধান। তরিকতপন্থীগণ উক্ত তরিকা অনুযায়ী জিকির আযকার করতে হলে প্রথমেই জেনে নিতে হবে নিজ নিজ তরিকার লতিফাসমূহ।

ইমামুম তরিকত পীরানে পীর দস্তেগীর মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রাব্বানী গাউছে ছামদানী নূরে ইজদানী গাউসুল আ'জম মহিউদ্দিন শায়েখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু তরিকতপন্থীদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর ওলি ছিলেন।

তিনি যে নিয়মে বা তরিকা অনুযায়ী জিকির আযকার ও রিয়াজত করে আল্লাহ তায়ালার কুদরত বা নৈকট্যলাভ করেছিলেন, সেই তরিকাকেই কাদেরিয়া তরিকা বলা হয়। উক্ত তরিকার প্রবর্তক গাউছে পাক বলেন মানুষের শরীরে মোট ১০টি লতিফা রয়েছে– যথা

১.কলব– বাম স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে।

২.রূহ– ডান স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে।

৩.ছের– বুকের কড়ার উপর (বুকের মাঝখানে)

৪.খফি– পেশানীতে অর্থাৎ কপালের উপরিভাগে।

৫.আখফা– মাথার তালুতে নরমস্থানে।

৬.নফ্স– নাভীর উপরে।

৭.আব (পানি)

৮.আতশ (আগুন)

৯.খাক (মাটি)

১০.বাদ (বাতাস)

শেষের চারটিকে আরবা আনাসের বা চারটি মূল উপাদান বলা হয়ে থাকে। তা সর্বশরীরে মিশ্রিত আছে।

প্রকাশ থাকে যে, চিশতিয়া তরিকার লতিফাসমূহের নাম ও স্থান অনুরূপ অর্থাৎ কাদেরিয়া ও চিশতিয়া উভয় তরিকার লতিফাসমূহের নাম ও স্থান এক ও অভিন্ন।

পক্ষান্তরে, নকশেবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার লতিফাসমূহের নাম ও স্থান বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত ইমাম

রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী কাশফে এলহামে রাব্বানী, দ্বারা মাকতুবাত শরীফে বলেছেন–

১. কলব– বাম স্তনের দু' আঙুল নীচে। রঙ জরদে (হলদে)
২. রূহ– ডান স্তনের দু' আঙুল নীচে। রং লাল।
৩. ছের– বাম স্তনের দু' আঙুলের উপরে। রং সাদা।
৪. খফি– ডান স্তনের দু' আঙুলের উপরে। রঙ কাল।
৫. আখফা– বুকের কড়ার উপর। (বুকের মাঝখানে) রং সবুজ।
৬. নফ্স– কপালের মধ্যভাগে। রং সূর্য বা তারার ন্যায়।
৭. আব (পানি)
৮. আতশ (আগুন)
৯. খাক (মাটি)
১০. বাদ (বাতাস)

এই চার লতিফা সর্বশরীরে মিশ্রিত আছে।

প্রকাশ থাকে যে, লতিফাসমূহের এরূপ রং দেখা মোরাকাবার উদ্দ্যেশ্য নয়। যদি কেউ লতিফাসমূহের এরূপ রং দেখতে না পায় বা ছায়ের ও কশ্ফ না হয় তাতে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। মোরাকাবার উদ্দ্যেশ্য আলাহ্পাকের মহব্বত ও মারিফত লাভ করামাত্র।

চার আলম

আলকাউললু জামিল নামক কিতাবে রয়েছে কোন কোন ছালেকগণ নিম্নলিখিত মতে চারটি মাকামের জিকিরের ফয়েজ হাসিল করার আদেশদান করে থাকেন। যথা–

প্রথম– আলমে নাসূত: তাকে আলমে শাহাদত বা আলমে খাল্‌ক (জড়জগত) বলে। এই মাকামের জিকির নফি ও ইসবাত।

দ্বিতীয়– আলমে মালাকুত: তাকে আলমে আরওয়াহ বা সূক্ষ্ম অথবা আলমে গায়েব বলে। তার জিকির ইসবাত।

তৃতীয়– আলমে জাবারূত: তা আসমা ও সিফাতের মাকাম, তার জিকির ইসমেজাত।

চতুর্থ– আলমে লাহুত: তা ফাইয়োজাতে জামেয়া বা হাকিকতে আহমাদীকে বলা হয়। তার জিকির হু আল্লাহ। তার উপর জাতে আহাদিয়াত। ইহা মারেফাতে এলাহীর অতল সাগর।

উপরোক্ত মাকামসমূহের জিকিরের পূর্ণ ফয়েজ হাসিল হলেই মারেফাতে এলাহী হাসিল হয়ে থাকে। শায়ের বলেন–

অর্থ:আল্লাহর নৈকট্য যদি লভিবারে চাও,
জিলানীর দরবারের কুকুর বনে যাও।
যে কুকুর শরাফত রাখে বাঘের উপরে,
সেই রয়েছে জিলানীর দরবারে।

জিকিরের নিয়মাবলী

প্রত্যেহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর অথবা যখনই জিকির করার ইচ্ছা হয়, তখন নামাযে বসার ন্যায় বসবেন এবং ফাতেহাশরীফ আদায় করবেন। তারপর জিকিরের নিয়ত করে চোখ বন্ধ করে জিকির শুরু করবেন।

ফাতেহাশরীফ আদায় করার নিয়ম

১। এগারবার দরূদশরীফ, ২। একবার বিছমিল্লাহসহ সূরায়ে ফাতেহাশরীফ, ৩। একবার আয়াতুল কুরসি, ৪। তিনবার সূরায়ে এখলাসশরীফ, ৫। এগারবার দরূদশরীফ পাঠ করে তারপর দু'হাত উঠিয়ে বলবে–

হে আল্লাহ! তোমার এই আজিজ বান্দা যা কিছু পাঠ করেছি তোমার শাহী দরবারে নজর করলাম, তোমার ফজল ও করমে আমাদের আকা ও মাওলা, মাহবুবে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে কবুল মঞ্জুর কর এবং তোমার রহমত দ্বারা এ তেলাওয়াতের সওয়াব যা তুমি আমাকে দান করেছে তার সওয়াব রাহমাতুল লিল আলামীন ও সমস্ত নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়েতে আতহার, আইম্মায়ে এজাম, আউলিয়ায়ে কেরাম খাস করে হুজুর সায়্যিদনা গাউছেপাক, আতায়ে রাসূল সুলতানুল হিন্দ গরীবে নাওয়াজ খাজা মঈনদ্দিন চিশতী আজমেরী ছেঞ্জরী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাদিয়াল্লাহু আনহু, সায়্যিদনা আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুর্শিদুনা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন, তামাম মুসলমান জিন্দ মুর্দা, ছোট- বড়, নারী-পুরুষ, সকলের রূহেপাকে পৌঁছে দাও এবং

তাদের পাকরূহের দোয়ার বরকতে আমাদের সর্বাঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের ফয়েজ জারি করে দাও। আর আমরা যত গোনাহ করেছি সমস্ত গোনাহ হতে তওবা করলাম মাফ করে দাও। আমাদের নেক মকসুদ কবুল কর। আমীন।

জিকিরের নিয়ত

আমি আমার কলবের প্রতি মতু ওয়াজ্জিহ আছি, আমার কলব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলা হয়ে আল-লাহতা'য়ালার দিকে মতু ওয়াজ্জাহ আছে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমার পীর সাহেব ও এই সিলসিলার সমস্ত পীর সাহেবানদের উসিলা হয়ে কাদেরিয়া তরিকার নিসবত অনুযায়ী এক/দুই/তিন/চার জরবি জিকিরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক আমার কলব মহব্বতের সাথে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করুক।

ঠিক তদ্রূপ চিশতিয়া, নকশেবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়তে বলতে হবে। বিশদভাবে জানতে হলে নিজ পীর সাহেবের নিকট হতে জেনে নিবেন।

কাদেরিয়া তরিকার এক জরবি জিকির

প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নামাযে বসার ন্যায় বসবেন। অতঃপর ফাতেহাশরীফ আদায় করবেন এবং নিয়ত করে চোখদ্বয় বন্ধ করে অল্প আওয়াজে কলব ও হলক উভয় স্থানে সজোরে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে শক্তভাবে আঘাত করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ছাড়বেন। তাকে ইসমেজাত বলে।

এরূপ পক্ষে উক্ত সময়ে একঘন্টা, ওজর থাকলে অন্তত আধঘন্টা জিকির করবেন।

দুই জরবি জিকির

চোখদ্বয় বন্ধ করে নামাযে বসার ন্যায় বসবেন এবং আল্লাহ শব্দকে কলব হতে উঠিয়ে 'হু' শব্দ ডান জানুতে এবং দ্বিতীয়বার আল্লাহ শব্দকে কলব হতে উঠিয়ে সজোরে কল্লবে ছাড়বেন, যেন অন্তরের পূর্ণ প্রভাব ও শান্তি বিরাজ করে।

তিনজরবি জিকির

চারজানু আসন পেতে বসবেন অতঃপর আল্লাহ শব্দকে প্রত্যেকবার কলব হতে উঠিয়ে 'হু' শব্দ প্রথমবার ডান জানুতে দ্বিতীয়বার বাম জানুতে, তৃতীয়বার সজোরে কলবে ছাড়বেন।

চারজরবি জিকির

চারজানু আসন পেতে বসবেন অতঃপর আল্লাহ শব্দকে প্রত্যেকবার কলব হতে উঠিয়ে 'হু' শব্দ প্রথমবার ডান জানুতে, দ্বিতীয়বার বাম জানুতে, তৃতীয়বার কলবের উপর, চতুর্থবার সজোরে সামনের দিকে ছাড়বেন।

নফি ও ইসবাতের জিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসে কিবলামখূী হয়ে চোখদ্বয় বন্ধ করে 'লা' শব্দকে খেয়ালের সাথে নাভী হতে টেনে ডান কাঁদে নিবে, তথা হতে ইলাহা শব্দকে মাথার তালুতে নেবে, সেখান হতে ইল্লাল্লাহ শব্দকে কপালের মধ্যভাগে দিয়ে সজোরে কলবে জরব দিবে। এইভাবে বারবার করতে থাকবে।

অর্থাৎ প্রথম শেণ্রীর ছালেক খেয়াল করবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই বা বন্ধু নেই। মধ্যম শ্রেণীর ছালেক ধারণা করবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মকসুদ নেই।

উচ্চ শ্রেণীর ছালেক ধারণা করবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই।

পাছআনপাছ জিকিরের নিয়ম

পাছআনফাছ জিকির এর নিয়ম এই যে, ছালেকগণ শ্বাস টানবার সময় আল্লাহ এবং ছাড়বার সময় 'হু' খেয়ালের সাথে রাখবে, মুখে উচ্চারণর করবে না।

তরিকতপন্থী বুজুর্গগণ বলেন মনের ওয়াসওয়াসা অমূলক কল্পনা দূর করার জন্য এ জিকির খুবই ফলপ্রসূ। এ সম্বন্ধে একজন খোদাপ্রেমিক আরেফ বলেছেন– 'পাছআনপাছ' জিকির তোমাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিবে।

কোরআন চর্চার ফজিলত

যারা কোরআন চর্চায় লিপ্ত থাকার দরুণ নফল বন্দেগী, জিকির ও অজায়েফ আদায় করার সুযোগ পান না। তাদের সম্পর্কে হাদীসেকুদসীতে আল্লাহপাক বলেন–

U s¿wr T T [[S l

S U

(œمشكوة ßالحديث-)

ভাবার্থঃ কোরআন চর্চায় লিপ্ত থাকার দরুন যে ব্যক্তি আমার জিকির ও আমার কাছে কোন কিছু সওয়াল করা থেকে বঞ্চিত থাকে, আমি তাকে জিকির ও সওয়ালকারী সকলের তুলনায় অধিক দান করব।

(আল্লাহর হাবীব বলেন) আল্লাহর কালামের শ্রেষ্টত্ব অপর সকল কালামের উপর। যেমন আল্লাহর শ্রেষ্টত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর। (তিরমিজি, দারেমী ও বায়হাকী)

উলেখ যে, কোরআন চর্চায় লিপ্ত থাকার অর্থ হল কোরআন হিফজ করা, কোরআনের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর উপর আমল করা। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী রাদিয়ালাহু আনহু তার লিখিত শরহে মিশকাত নামক কিতাবে উক্ত হাদিসশরীফের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যে হাফিজ বা ক্বারী কোরআন মশ্ক বা তাজবীদশিক্ষা করার মধ্যে অথবা ধর্মীয় আলেম কোরআন কারীম হতে মাসআলা বের করার মধ্যে লিপ্ত থাকার দর্ন অন্যান্য অজিফাসমূহ আদায় করার সময় পান না, তাকে আলাহ্পাক অধিক দান করবেন। এভাবে যে শিক্ষক কোরআন শিক্ষাদানে মশগুল থাকার দর্ন নিয়মিত অজিফা আদায় করতে পারেন না, তাকে আলাহ্পাক আরো বেশি দান করবেন।

এখানে দোয়া এবং অজিফার মর্ম হল কোরআন মজিদ ব্যতীত অন্যান্য দোয়া নচেৎ কোরআনশরীফ স্বয়ং দোয়া ও অজিফা।

সুরিপু ও কুরিপু

প্রত্যেক তরিকত ও মারেফতপন্থী র জন্য সু রিপু অর্জন ও কু রিপু বর্জন করা অপরিহার্য।

১০টি সুরিপু অর্জন করতে হবে।

১. তাওবা– পাপ হতে বিরত থাকা।
২. এনাবত– খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন।
৩. জুহু দ– পার্থিব বাসনা ত্যাগ।
৪. অরা– পরহেজগার বা ধর্মভীরু হওয়া।
৫. শোকর– কৃতজ্ঞতা বা উপকারির উপকার স্বীকার করা।

৬. তাওয়াক্কুল– খোদা তায়ালার উপর নির্ভর করা।

৭. তাছলিম– আলাহপাকের আদেশ নিষেধকে বিনা আপত্তিতে মান্য করা।

৮. রেজা– খোদা তায়ালার ইচ্ছাতে সন্তুষ্ট থাকা।

৯.সবর– ধৈর্যশীল হওয়া।

১০.কেনায়াত– বা অল্পে তুষ্টি।

১১টি কুরিপু দূর করতে হবে

১। তমা– অদৃশ্য বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা।

২। হেরছ– উপস্থিত বস্তুর প্রতি লোভ, ভালমন্দ বিচার না করে লাভ করার ইচ্ছা।

৩। বোখল– কৃপণতা (সম্পদ থাকা সত্বেও যাকাত, ফিতরা, কাফফারা, মান্নত আদায় না করা এবং দ্বীনি প্রয়োজনে খরচ না করা)।

৪। হারাম– শরিয়ত ও তরিকতের নিষিদ্ধ কাজ।

৫। গীবত– পশ্চাতে বা অগোচরে পরনিন্দা।

৬। কেজ্‌ব– মিথ্যা আচরণ।

৭। হাসাদ– হিংসা পরশ্রীকাতরতা।

৮। অহংকার– আত্মগরিমা।

৯। রিয়া– ভন্ডামী বা লোক দেখানো ইবাদত।

১০। কীনা– আন্তরিক শত্রুতাপোষণ করা।

১১।ওজ্‌ব– নিজ যোগ্যতা বা সৎকাজের জন্য আত্মগরিমা।

উল্লেখ্য যে, এতায়াতে রাসূলের নাম শরিয়ত ও বায়আতে রাসূলের নাম তরিকত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শাজরাশরীফ

সিলসিলায়ে বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
শাজরায়ে আলিয়া কাদেরিয়া বরকতীয়া রেজভীয়া

১। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
২। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৩। হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৪। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৫। হযরত ইমাম বাকির রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৬। হযরত ইমাম জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৭। হযরত ইমাম মুছা কাজিম রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৮। হযরত ইমাম আলী রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৯। হযরত শেখ মার্‌ফ কারখি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১০। হযরত ছিররে ছাকতি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১১। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১২। হযরত আবু বকর শিবলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৩। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ তামিমী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১৪। হযরত আবুল ফরাহ তারতুছি রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১৫। হযরত আবুল হাসান আলী হাক্কারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ১৬। হযরত আবু সাঈদ মাখজুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৭। হযরত গাউছুল আজম শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৮। হযরত সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৯। হযরত আবু ছালেহ বাছফা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
২০। হযরত আবু নছর মুহিউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু।
২১। হযরত সৈয়দ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
২২। হযরত সৈয়দ মুছা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৩। হযরত সৈয়দ হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৪। হযরত সৈয়দ আহমদ জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৫। হযরত শেখ বাহাউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৬। হযরত ইব্রাহিম ইরজি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৭। হযরত মোহাম্মদ ভিকারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ২৮। হযরত কাজী জিয়াউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু আনহু। ২৯। হযরত শেখ জামাল আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৩০। হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩১। হযরত সৈয়দ আহমদ মারে হরবি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩২। হযরত শাহ ফজলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৩। হযরত শাহ বরকতুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৪। হযরত শাহ আলে মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৫। হযরত শাহ হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৬। হযরত শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত শাহ আলে রাসূল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৮। হযরত শাহ আহমদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তারপর একটি স্ক্যান হবে।

সিলসিলায়ে বয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
শাজরায়ে চিশতিয়া নিজামিয়া

১। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম।

২। হযরত আলী রদিয়ালাহু আনহু।

৩। হযরত হাসান বসরী রদিয়ালাহু আনহু।

৪। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ রদিয়ালাহু আনহু। ৫। হযরত খাজা ফজুল ইল বিন আয়াজ রদিয়ালাহু আনহু। ৬। হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম বলখী রদিয়ালাহু আনহু। ৭। হযরত সৈয়দ বদরুদ্দিন হুজাইফা মরআশী রদিয়ালাহু আনহু।

৮। হযরত খাজা আমির উদ্দিন আবু হুরায়রা রদিয়ালাহু আনহু।

৯। হযরত খাজা মামসাদ উলু দিনরুী রদিয়ালাহু আনহু। ১০। হযরত খাজা আবু ইসহাক স্বামী চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১১। হযরত খাজা আবু আহমদ আব্দাল চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১২। হযরত খাজা আবু মোহাম্মদ আব্দাল চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১৩। হযরত খাজা নাছির উদ্দিন আবু ইউসফু চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১৪। হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন মওদুদ চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১৫। হযরত খাজা হাজী শরিফ জিনদানী রদিয়ালাহু আনহু।

১৬। হযরত খাজা উসমান হারুনী চিশতী রদিয়ালাহু আনহু।

১৭। হযরত খাজা মইনদ্দিুন চিশতী আজমিরী ছিঞ্জিরী রদিয়ালাহু আনহু।

১৮। হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার খাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১৯। হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শেখর চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২০। হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২১। হযরত খাজা নাছিরউদ্দিন মাহমুদ চেরাগ দেহলভী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২২। হযরত শেখ কামালউদ্দিন চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২৩। হযরত শেখ সিরাজউদ্দিন চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৪। হযরত শেখ ইলমুদ্দিন চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২৫। হযরত শেখ মাহমুদ উরফে শেখ রাজিন চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২৬। হযরত শেখ জামালউদ্দিন উরফে জিমন চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২৭। হযরত শেখ হাসান মাহমুদ চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২৮। হযরত মোহাম্মদ চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

২৯। হযরত শেখ মহিউদ্দিন ইউসুফ ইয়াহইয়া মাদানী চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩০। হযরত শেখ কলিমউল্লাহ জাহানাবাদী চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩১। হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আউরাঙ্গাবাদী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩২। হযরত খাজা ফখরুদ্দিন মাহমুদ দেহলভী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩৩। হযরত খাজা হাজী লাল মোহাম্মদ চিশতী ফখরী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩৪। হযরত খাজা সৈয়দ নিজাম চিশতী রাদিয়াল্লা হু আনহু।

৩৫। হযরত খাজা হাফিজ পীর সৈয়দ মাহমুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৬। হযরত আলীমউদ্দিন আহমদ নিজামী চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৭। হযরত শাহ সামীউদ্দিন আহমদ নিয়াজী ফখরী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৮। হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ ইসলামউদ্দিন নিজামী বোখারী চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৩৯। শামসুল উলামা হযরত শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী।

সিলসিলায়ে বায়আতে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাজরায়ে আলীয়া চিশতীয়া

১। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম।

২। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু। ৩। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৪। হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৫। হযরত খাজা হুযাইল বিন আয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৬। হযরত খাজা ইব্রাহিম বিন আদহাম বলখী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৭। হযরত সৈয়দ বদরুদ্দিন হুজাইফা মরআশী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৮। হযরত খাজা আমিন উদ্দিন আবু হুরায়রা বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৯। হযরত খাজা মামসাদ উলু দিনরুী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১০। হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

১১। হযরত খাজা আবু আহমদ আব্দাল চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১২। হযরত খাজা আবু মোহাম্মদ আব্দাল চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৩। হযরত খাজা নাছিরউদ্দিন আবু ইউসুফ চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৪। হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন মওদুদ চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৫। হযরত খাজা হাজী শরীফ জিনদানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৬। হযরত খাজা উছমান হারূনী চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৭। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী ছিঞ্জেরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৮। হযরত সৈয়দ ফখরুদ্দিন গরদেজী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১৯। হযরত সৈয়দ বাহলুল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২০। হযরত সৈয়দ ওয়াজিহ উদ্দিন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২১। হযরত সৈয়দ মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২২। হযরত সৈয়দ মোস্তফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২৩। হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২৪। হযরত সৈয়দ দানিয়াল উরফে দানগরগেজী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

২৫। হযরত আব্দা (ঈদা) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ২৬।
হযরত সৈয়দ খাজা মিঠা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ২৭।
হযরত সৈয়দ মুহিব্বুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ২৮।
হযরত সৈয়দ ফয়জুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। ২৯।
হযরত সৈয়দ শুকরুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

৩০। হযরত সৈয়দ আশুর আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

৩১। হযরত সৈয়দ মেওয়াত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

৩২। হযরত সৈয়দ জমান আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

৩৩। হযরত সৈয়দ লাল মোহাম্মদ রাদিয়ালাহু আনহু।

৩৪। হযরত সৈয়দ সিদ্দিক আলী রাদিয়ালাহু আনহু।

৩৫। হযরত সৈয়দ হুসাইন আলী রাদিয়ালাহু আনহু।

৩৬। হযরত মুফতি আ'জম হিন্দ সৈয়দ আহমদ আলী রেজভী চিশতী আজমিরী রাদিয়ালাহু আনহু।

৩৭। শামসুল উলামা হযরত শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী।

সিরাজনগর দরবারশরীফের মাধ্যমে শরিয়ত ও মা'রিফতের প্রচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের করণীয়

সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্স-এর পরিচালনাধীন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে–

১। সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। স্থাপিত ১৯৭৬ ইংরেজি। উক্ত মাদ্রাসায় প্রায় ৬ শতাধিক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়ন করে আসছে। অত্র সিরাজনগরী হুজুর কিবলা প্রতি বছরই অনেক গরিব এতিম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনা বেতনে, সম্পূর্ণ ফ্রি খাওয়া–থাকার ব্যবস্থা ও আইনী কিতাবাদী দান করে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে আসছেন। এতে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্নি জামাতের খেদমত করে যাচ্ছে।

২। গাউছিয়া খাজা গরিবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর। স্থাপিত ১৯৭৬ ইংরেজি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহীহ আকিদাসম্পন্ন ও সুন্নতি আমলভিত্তিক প্রায় ১৫০ জন এতিম নিবাসীদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রি- লেখা-পড়া, খাওয়া–দাওয়া, কাপড়-চোপড়, খাতা-কলম, ঔষধপত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় চালিয়ে যাচ্ছেন। যার বাৎসরিক আনুমানিক ব্যয় আঠারো লক্ষ টাকা।

৩। সিরাজনগর গাউছিয়া দেওয়ানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। স্থাপিত ১৯৭৬ ইংরেজি। অত্র মাদ্রাসায় ৫০ জন ছাত্র পবিত্র কোরআন মাজিদ হেফ্জ করে আসছে। যাদের হেফ্জ মুকাম্মল হয়, তাদেরকে বাৎসরিক সম্মেলনে পাগড়ি ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। হেফ্জ শাখায় ২ জন শিক্ষকের বেতনসহ ছাত্রদের ফ্রি থাকা-খাওয়া বাবদ প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়।

৪। গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর। স্থাপিত ১৯৭৬ ইংরেজি। প্রতি রামাদ্বানুল মোবারকে গাউছিয়া দারুল ক্বিরাতের উদ্যেগে সারাদেশে দারুল ক্বিরাতের শাখা কেন্দ্র খোলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত শাখা কেন্দ্রসমূহের পরিচালনা দায়িত্বভার সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্সই বহন করে থাকে। শাখা কেন্দ্রসমূহে গরিব, মেধবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইলমে তাজবীদের কিতাবাদী বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং প্রতি রামাদ্বানুল মোবারকে দূর দূরান্ত থেকে আগত ছাত্রদেরকে মাসব্যাপী দরবারশরীফ কর্তৃক ক্বিরাত, তাজবীদ, নাহু-ছরফ প্রশিক্ষণ কোর্স, সুন্নি উলামা ট্রেনিং ও আরবি মোকালামাসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতেও প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

৫। মসজিদে গাউছুল আজম। যার বাজেট এক কোটি টাকা।

সম্মানিত দেশবাসী, সুহৃদয় দানশীল ভাইবোন, আশেকীন, ছালেকীন ও ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা উল্লিখিত প্রতিষ্টানসমূহের প্রতি সু-নজর প্রদান করুন এবং ভবিষ্যতে দরবারশরীফ কমপ্লেক্স -এর পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি অগ্রগতির জন্যে নিজের জান-মাল, শ্রম স্বর্স্ব দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করুন।

আপনারা যারা প্রতি বছর যাকাতের টাকা গরিব, এতিম, অনাথ, অসহায়দেরকে প্রদান করেন তার একটা অংশ সিরাজনগর দরবারশরীফ কমপ্লেক্স -এ দান করে এতিমদের ইলমেদ্বীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। যারা লেখা-পড়া করতে পারছে না তাদেরকে শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করলে আল্লাহপাক আপনাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জাহান আলোকিত করে দিবেন। যারা প্রতি বছর একাধিক কোরবানী দিয়ে থাকেন। আপনারা একটা কোরবানী সিরাজনগর দরবারশরীফে প্রদান করুন। এতে আপনাদের কোরবানীও আদায় হয়ে যাবে এবং এতিমদেরও অনেক উপকার হবে।

কোরবানী চামড়ার একাটা অংশও প্রদান করুন। যাতে এতিম, অসহায়, দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়া করার পথ সুগম হয়। এতে আপনারা ছদকায়ে জারিয়া হিসাবে নেকি অর্জন করতে পারবেন।

প্রতিবছর সিরাজনগর দরবারশরীফের বাৎসরিক উরছে আউলিয়া ও আন্তর্জাতিক সুন্নি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুমানিক দশ লক্ষ টাকা খরচ করে উক্ত মাহফিলের আঞ্জাম দেওয়া হয়। মাহফিলকে আরো সুন্দর করতে আপনাদের প্রতিবছরই উদ্যেগ নেওয়া প্রয়োজন। মেহমানদের খাওয়া-থাকা, শিরনি বিতরণে যাতে কোন অসুবিধা ও বিঘ্ন সুষ্টি না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং উরছে আউলিয়া থেকে ফয়েজপ্রাপ্তির আশায় প্রতি মুরিদান এলাকা থেকে ছালেকীন ভাইগণ একত্রিত হয়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চাঁদা আদায় করে গরু, খাসি, বকরি, ছাগল, হাঁস, মুরগি ও মৌসুমী সকল প্রকার শাক-সবজি ও তরিতরকারি প্রদান করে দরবারশরীফের উন্নতির পথে অগ্রসর হোন। এতে আপনাদের অনেক বরকত হাসিল হবে এবং দরবারশরীফের ফয়েজ হাসিল হবে। দরবারশরীফে প্রতিদিনই অনেক মেহমান–মেহমানদারী গ্রহণ করে থাকেন। যাতে তারাও আপনাদের দেওয়া হাদিয়া-তোহফাসমূহ তাবারোক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। দরবারশরীফের পক্ষ থেকে প্রতিবছর অনেক বইপুস্তক প্রকাশিত হয় এবং 'আ'মালুল মুছলিমীন'সহ সবগুলো কিতাব সারাদেশে সুন্নিয়ত প্রচারের নিমিত্তে ব্যাপক হারে প্রচার করতে হয়। একবার বই প্রকাশিত হওয়ার পরে যাতে আবারো বই-পুস্তক প্রকাশ করা যায় সেদিকেও আপনাদের লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা প্রতিবছর আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্যে-সহযোগিতা নিয়ে দরবারশরীফ কমপ্লেক্স তথা সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা, এতিমখানা, হিফ্জখানা, গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত,

নাহু-ছরফ ও সুন্নি উলামা ট্রেনিং কোর্সসমূহ আলহা সিরাজনগরী হুজুর কিবলা সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। আশা করি এ সাহায্যের ধারাবাহিকতা আরো বৃদ্ধি করে- এতিম, অসহায় ছাত্রদেরকে ও দরবারশরীফ কমপেক্সকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে আপনারা একান্ত উদ্যেগে গ্রহণ করবেন। যাতে এখান থেকে প্রতিটি ছাত্র পবিত্র কোরআনশরীফ, হাদিসশরীফ ও সাহাবায়ে কেরামদের মতাদর্শের আলোকে সহীহ জ্ঞান লাভ করে দেশের উপকারে আত্মনিয়োগ করতে পারে। আমরা আপনাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনার্থে প্রতিদিন খতমে কোরআন, খতমে খাজেগান পাঠ করে দোয়া করে আসছি। আল্লাহ যেন মদীনাওয়ালার বদৌলতে আপনাদের দানকে কবুল করেন। আমিন।

আরজগোজার

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ

খাদেম, সিরাজনগর দরবারশরীফ

ডাক: নারাইনছড়া

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

মোবাইল-০১৭১৫-৫৮২০৪৫